দিন আনি দিন খাই

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সংবাদ

৫৭/২ ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা — ৭৩

প্রথম প্রকাশ : ১লা আগষ্ট ১৯৬২
প্রকাশিকা : মাধবী মণ্ডল
সংবাদ প্রকাশন, ৫৭/২ ডি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩
প্রচ্ছদ : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
মুদ্রক : রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস, ১২ বিনোদ সাহা লেন, কলিকাতা-৬

অনিন্দিতাকে

দিন আনি দিন খাই

দিন আনি দিন খাই

জলটল খেয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছি। আজকের কাগজটায় একবার চোখ বুলবো, তারপর দাঁত বের করা কাপে তিনের চার কাপ চা খেয়ে মুখটাকে টক করে দোকান খুলব। অফিসকে আমরা এক এক সময়, এক এক আদুরে নামে ডাকি। কখনও দোকান বলি, কখনও মামার বাড়ি বলি, কখনও ক্লাব বলি। সরকারি অফিসে মার্চেন্ট অফিসের মত বাঁধাবাঁধি অত থাকে না। একটু ঢিলেঢালা ভাব। কেউ কারুর দাস নই। আমরা সবাই দেশসেবক। দেশ জননীর সেবা করতে এসেছি। মাসের শেষে সামান্য দক্ষিণায় কায়ক্লেশে সংসার চলে। কাজের জবাবদিহি বড় কর্তার কাছে নয়, দেশের মানুষের কাছে। যাঁরা আমাদের নিন্দে করেন, অপদার্থ, ঘুষখোর বলেন, তাঁদের আমরা তেমন পাত্তাটাত্তা দিই না। জনসেবায় অমন দু'চার কথা সহ্য করতেই হয়। চামড়া একটু পুরু না করলে দেশসেবা করা যায় না। মনের আস্তরণে একটু গণ্ডার ভাব আনতে হয়। রাইনোসেরার্স না হলে পাবলিক সারভেন্ট হওয়া যায় না। যে যা বলুক, গুন গুন করে গেয়ে যাও কিশোরকুমারের সেই বিখ্যাত গান—

কুছ তো লোগো কহেঙ্গে
লোগোঁ কা কাম হ্যায় কহনা
ছোড়ো বেকার কি বাতোঁমে।

যে দাদাকে ধরে চাকরিটা পেয়েছিলুম, তিনি প্রায়ই বলতেন দেশসেবা বড় 'থ্যাঙ্কলেস জব' হে। আমরা সবাই যীশুখ্রীস্ট। কাঁটার মুকুট মাথায় চাপিয়ে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ত্যাগ, ত্যাগ। আমাকে অবশ্য মই ঘাড়ে করে পোস্টার ফোস্টার মারতে হয়নি। আমার কাজ ছিল লেখা। উনুনের যেমন কয়লা চাই, নেতাদের তেমনি অক্ষর চাই। রাশি রাশি অক্ষর। একের পেছনে আরেক, মাইলের পর মাইল। নেচে নেচে বেরোবে গরম গরম, নরম নরম, আবেগে তুলতুলে, রাগে গমগমে, বিদ্রূপে কষকষে। পলিটিক্যাল বক্তৃতা আর বিয়ে বাড়ির ছ্যাঁচড়া এক জিনিস। নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অ্যানাটমি, ভ্যাসেকটমি, সব এক কড়ায় ফেলে, লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে রগরগে করে পাতে ফেলে দাও। গভীর জ্ঞানের কোনও প্রয়োজন নেই। এ লাইনে জ্ঞান হল ডিসকোয়ালিফিকেসান। পিঠে সুড়সুড়ি দেবার জন্য সার্জেনকে ডাকার প্রয়োজন হয় না। বাঁদরেও দিতে পারে, পারে না, ভালই দেয়। ভাসা ভাসা জ্ঞানের ফুলঝাড়ু দিয়ে ঝেঁটিয়ে দাও। নরুন দিয়ে ছানি অপারেশান!

ওই কর্মটি আমি ভালই পারি। বন্ধুগণ বলে একবার শুরু করলে আণবিক বোমা পর্যন্ত আমার পথ পরিষ্কার। কীর্তনীয়া সখীগো-র মত। এক টানেই ভক্তদের হৃদয় ফর্দাফাই। তা দাদা খুশি হয়ে, প্রচার দপ্তরে এই চেয়ারটি আমার পাকা করে দিলেন। ঢুকেছিলুম তলায়, মুখের জোরে ধীরে ধীরে ঠেলে উঠছি ওপর দিকে। আমার দাদা কবে ডিগবাজি খেয়ে সরে পড়েছেন। এই খেলায় যা হয় আর কি। সাপ লুডোর মত। এক চালে

জনপ্রিয়তার সাপের মুখ গলে একেবারে ন্যাজে। আবার কোন চালে মই পাবেন কে জানে। যীশু এখন শিশুর মত হামা টানছেন। সাবালক হতে সময় লাগবে। দলফল ভেঙে চুরমার। বাজারে অনেক আঠা বেরিয়েছে, মানুষের মাথা আর ভাঙা দল কিম্বা টুকরো দিল জোড়ার আঠা এখনও বেরোয়নি।

এই অফিসে ঢুকে একটা গূঢ় তথ্য আমি জেনে ফেলেছি যা বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে থাকলে জানা যেত না। এ দেশ থেকে সাহেব এখনও যায়নি। সাদা চামড়া চলে গেছে, সাহেব কিন্তু পড়ে আছে। লাহিড়ী সাহেব, দাস সাহেব, বোস সাহেব, মিত্তির সাহেব। সায়েবদের কি সব চেহারা। গেজেটেড হলেই সায়েব। আগে পাড়ার গিন্নিবান্নি মহিলাকে গেজেট বলা হত! তাঁর কাজ ছিল বাড়ি বাড়ি হাঁড়ির খবর জোগাড় করে দুপুরে মহিলামহলে পেশ করা। এ গেজেট অবশ্য সে গেজেট নয়। বিশাল একটা মোটা বই। সেই কেতাবে যাঁর নাম তিনিই সায়েব। সেখানেও স্তর আছে। ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু। অনেকটা সেই ট্যাঁস ট্যাঁস ফিরিঙ্গির মত। মাইনে কারুরই খুব বেশি নয়। তবে দাপট আছে। দেশের সব কিছুই তো এঁদের হাতে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমিসংস্কার, কৃষিশিল্প। ফাইল নাড়ানো প্রভুর দল। মাথা নড়া বুড়োর মত অথবা বুড়ো শিবের মত। নামকাটা সেপাই নয়। গেজেটেড সেপাই। নিজেদের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করার ক্ষমতা রাখেন। ঢলঢলে প্যান্ট। মাঝে মাঝেই টেনে তুলতে হয় কোমরের দিকে। হাওয়াই শার্ট। বাড়িতে কাচা। কলারে ইস্ত্রি নেই। কুঁচকে মুচকে

ব্যক্তিত্বশূন্য, লতপতে একটা ব্যাপার। অনেকে আবার নস্যি নেন। স্নাফ ইওর নোজ অ্যাণ্ড স্লিফ এ ডিসিসান। গেজেটেড হলে টেবিলে একটা মাঝারি মাপের কাঁচ পাবার অধিকার জন্মায়, চায়ের চরণ চিহ্নিত টেবিলে কাঁচ, কাঁচের তলায় শ্রীরামকৃষ্ণ, মা কালী, স্বামী বিবেকানন্দ কদাচিৎ। স্টোর থেকে একটি তোয়ালে পাওনা হয় সায়েবদের! কোট ঝোলাবার হুক দম্পতি সমেত একটি আয়না, একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিফোনের একটি একসটেনসান লাইন, বিমর্ষ চেহারার একটি দেয়াল ক্যালেণ্ডার, সামনে একটি ডেস্ক ক্যালেণ্ডার, কলঙ্কিত অ্যাশট্রে, গোটাকতক মুশকো চেহারার পেপারওয়েট, কলমদান, প্রভৃতি নিয়ে সাহেব বসেন ক্ষমতার টাটে। দু'পাশে জমতে থাকে পাহাড়ের মত ফাইলের স্তূপ। হরেক রকমের বায়না। জনসাধারণের জীবন যন্ত্রণা অষ্টপ্রহর কেঁদে চলেছে, সায়েব আমাকে দ্যাখো। জল নেই, কল নেই, জমি নেই, জরু নেই, লোহা নেই, সিমেণ্ট নেই, পথ নেই, আলো নেই। ফাইল নিচে থেকে ওপরে ওঠে। সায়েবের কাজ 'অ্যাজ প্রোপোজড' বলে সই মারা। নিচে যিনি আছেন, তিনি লেখেন, 'পুট আপ ফর পেরুজ্যাল অ্যাণ্ড নেসাসারি অ্যাকসান'। তারপর 'অ্যাজ প্রোপোজড' হতে হতে 'ওঁ গঙ্গায় নমঃ,' গ্যাঞ্জেস ডিসপোজাল মানকুণ্ডুর মানসবাবু, বর্ধমানের বরোদাবাবু, ক্যানিংয়ের কালোবাবু জেলা অফিসে যাচ্ছেন আর আসছেন, রোজই শুনছেন ফাইল ওপরে গেছে। 'অ্যাজ প্রোপোজড'। কেউ উল্টে দেখে নি প্রোপোজালটা কি। পেঁয়াজের খোসার মত, প্রোপোজালের খোসা

ছাড়ালে কিছুই আর মেলে না। ব্রহ্মের স্বরূপের মত। ওদিকে যাঁর আর্জি তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। উত্তর পুরুষ শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়তে থাকেন আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্তং, অর্থাৎ স্তম্ভে স্তম্ভে মাথা ঠুকে তিনি এখন ব্রহ্মে। বিবেকবান দেশসেবক দেশসেবীদের যেমন উপদেশ দেন, দেখবেন মানুষ যেন কাজ পায়, 'ফ্রম পিলার টু পোস্ট, পোস্ট টু পিলার,' এই বদনাম ঘোচাতে হবে, সব রেডটেপ খুলে নিজেদের প্যাণ্টের তলায় ঘুনসি করে নিন। গুনগুনিয়ে আবার সেই গান ঃ কুছ্ তো লোগো কহেঙ্গে। লোগোঁ কা কাম হায় কহনা। সায়েব নস্যি নিতে নিতে জেলার নেতাকে বললেন, সবকিছুর একটা প্রোসিডিওর আছে। কালভার্ট-কালভার্ট করছেন,স্যাংসন কোথায় ? কোন স্কীমে হবে ? এখন যেমন সাঁতরে খাল পেরোচ্ছেন পেরিয়ে যান। ফিনান্সে প্রোপোজাল গেছে। ফিনান্স থেকে সি, এম, সি, এম থেকে ক্যাবিনেট, ক্যাবিনেট থেকে সি, এম, সি, এম থেকে ফিনান্স, ফিনান্স থেকে পি ডব্লু ডি, পি ডব্লু ডি থেকে লোকাল সেল্ফ গভর্নমেণ্ট, সেখান থেকে অঞ্চল পঞ্চায়েত, অঞ্চল থেকে পঞ্চায়েত। ইট ইজ সো সিম্পল। নিন একটিপ নস্যি নিন। তবে হ্যাঁ মিনিস্ট্রি যদি উলটে যায়, কাণ্ট হেল্প, তখন প্রেসিডেণ্টস রুল, মানে গভার্নার, গভার্নার হয়ত বলবেন, একটু অপেক্ষা করুন, নির্বাচন তো হবেই, নতুন ক্যাবিনেট ডিসিসান নেবে। ক্যাবিনেট, কফিন, কেবিন সব যেন সমার্থক শব্দ। কখন কি ভূত বের করে কে জানে।

অফিসে আমার নিজের পয়সায় কেনা একটা কেটলি

আছে। সেটার চেহারা তেমন ভাল না হলেও কাজ চলে যায়! গোটাকতক ভাঙা কাপ আছে। আর আছে আমার পিওন, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো অমূল্য। অমূল্যের প্রথম বউ তিনটি সন্তান উপহার দিয়ে, ক্ষয়কাশে ভুগে ভুগে সরে পড়েছে। অমূল্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। সাহস আছে। যা মাইনে পায় তাতে নিজেরই চলে না। দ্বিতীয় পক্ষ চটজলদি দুটি প্রাণ নামিয়ে দিয়েছে। অমূল্য এখন পাঁচে পঞ্চবাণ। এ অফিসের নিয়ম হল কেউ কারুর কথা শুনবে না। যার যা কাজ, তিনি যদি সেই কাজ ভুলেও করে ফেলেন, তারচেয়ে অপরাধ আর কিছু নেই। কর্মচারীদের দু'টো ইউনিয়ন। দু'রকম রাজনৈতিক রঙ। মঞ্চে ফোকাস মারছে। অভিনেতারা হাত পা ছুঁড়ছে। গদিতে যখন যে দল তখন সেই সেই ইউনিয়ানের প্রবল পরাক্রম। অমূল্যর বয়েস হয়েছে, পাঁচ পাঁচটা ছেলে মেয়ে, তাই একটু মান্য করে চলে। কথাবার্তা শোনে। বারে বারে চা আনে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে দেয়, পোস্টাপিসে লাইন দিয়ে খাম পোস্টকার্ড এনে দেয়। টিফিন এনে দেয়, ভাগ পায়।

অমূল্য আজ গেঞ্জি পরে এসেছে। নীল জামাটা কাল বড় ছেলে বেচে দিয়ে চায়নাটাউনে শামমীকাপুরের নাচ দেখেছে। বার বার দেখো, হাজার বার দেখো। কাল রবিবার ছিল। এর আগে, ছেঁড়া ছেঁড়া একটা গরম কোট ছিল অমূল্যর সেটা ঝেড়ে জুয়া খেলেছিল। ছাতা, জুতো, বাসনকোসন সবই এই ভাবে গেছে। অমূল্যর ভয়, কোনও দিন ঘুমের সময় পরনের কাপড়টা খুলে নিয়ে বেচে না দেয়!

অমূল্য ফুটপাথের দোকান থেকে চা এনেছে। সহকর্মী বিমলও এসেছে। সাধারণত বারোটায় আসে, আজ বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে সকাল সকাল চলে এসেছে। বিমল আবার শিল্পী। গান লেখে, গান গায়। নতুন একটা গান লিখেছে। টেবিলে তাল দিতে দিতে গানে সুর চড়াচ্ছিল, এক তারা, দু তারা, তারা তিন চার। তা ধিন্ ধিন্ তা, তারা তিন চার, তোমার কথাই কেন, ভাবি বার বার।

গান শুনতে শুনতে সবে সিকি কাপ চা খাওয়া হয়েছে, এমন সময় ব্যানার্জি সায়েব ধড়ফড় করে ঘরে ঢুকলেন। ইনি হলেন এক নম্বর সায়েব। লম্বা, চওড়া, হৃষ্টপুষ্ট। কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম আছে। জীবনে কারুর ভাল করেননি! সুযোগ পেলেই সহকর্মীদের বাঁশ দেন। প্রোমোশান আটকে দেন। এমন সব ব্যবস্থা নেন যাতে ঘন ঘন মোশান আসে। এনার তূণে মারাত্মক দুটি অস্ত্র আছে, সাসপেনসান অ্যাণ্ড ট্র্যানস্‌ফার। তৈল মর্দনে ভারি ওস্তাদ। আমরা নাম রেখেছি তেলসায়েব।

সায়েব এলেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে হয়। সার্ভিস কন্‌ডাক্‌ট রুলে কি আছে জানি না, তবে এইটাই নিয়ম। বড় এলেই ছোট উঠে দাঁড়াবে! পুলিসদের সার্ভিস কন্‌ডাক্‌ট রুল পড়ে আমার চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল।

গম্ভীর গলায় বললেন, বসুন, বসুন।

বিমলের উঠে দাঁড়াতে একটু দেরি হচ্ছিল। টেবিলে হাঁটু তুলে গাড়ু হয়ে বসেছিল। পেছন দিকে শরীর ঠেলে, হাঁটু নামিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। কে জানত দুম্ করে ব্যানার্জিসায়েব এসে

পড়বেন! চেয়ার আর টেবিলের মাঝখানে পা আটকে বিপর্যয় কাণ্ড। ব্যাগ থেকে আনারস বের করার মত অবস্থা। যাক ওঠার আগেই বসার হুকুম পেয়ে বেচারা বেঁচে গেলেন। ব্যানার্জি সায়েব তির্যকে বিমলকে একবার দেখে নিলেন। হয়ে গেল তোমার। ট্র্যানসফারড টু কুচবিহার।

ব্যানার্জিসায়েব কোনও রকমে সামনের চেয়ারে পেছন ঠেকালেন। চাকরির খাতিরে মানুষকে কত যে নীচে নামতে হয়। কুলীন কুলসর্বস্ব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মানে বড়পদ, তাঁকে বসতে হল আমার মত এক হরিজনের সামনে। ছোট পদ মানেই হরিজন।

ব্যানার্জিসায়েবের মুখ বেজায় গম্ভীর। হাসেন, তবে আমাদের সামনে নয়। হাসলে পার্সোন্যালিটি লিক করবে। ভোরে টিনের চালে বসে কাক যে সুরে ডাকে সেই সুরে ব্যানার্জি সায়েব বললেন, দুর্গাপুজো সম্পর্কে কোনও আইডিয়া আছে।

দুর্গাপুজো? কিরকম আইডিয়া স্যার? মানে সার্বজনীন পুজো! প্রত্যেক বছর চাঁদা দি স্যার! দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাই।

ওইতেই হবে, ওইতেই হবে। একটা বক্তৃতা লিখতে হবে। দুর্গাপুজোর সঙ্গে একটু স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি পাঞ্চ করে দেবেন। বেশি বড় করার দরকার নেই। পাঁচ দশ মিনিটের মত হলেই হবে, বেশ জমিয়ে লিখবেন। মনে রাখবেন মন্ত্রীর বক্তৃতা। যদি একচান্সে মনে ধরাতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে উঠে

যাবেন। চড়চড় প্রোমোশান। আর যদি জিনিসটা না জমে, ট্র্যানসফার্ড টু কুচবিহার।

বলছেন ?

ইয়েস। দেবতা প্রসন্ন হলে মানুষের কি না হয়।

মিত্তির সায়েব আর বাগড়া দিতে পারবেন না।

কারুর বাপের ক্ষমতা নেই বাগড়া দেয়। মন্ত্রী সো ডিজায়ার্স। কখন দিচ্ছেন লেখাটা ?

কালকে।

আরে না না, কাল উইল বি টু লেট। বেলা তিনটে নাগাদ আসব। অ্যাসেমব্লিতে টুক করে মন্ত্রীকে ধরিয়ে দিয়ে যাব। ব্যানার্জিসায়েব চলে গেলেন। বিমল বললে, দুর্গাপুজোয় ইন্ডাস্ট্রি ঢোকাবি কি করে ?

ছাখ না ঠিক ঢুকিয়ে দোব। মহাভারতে অত মাল ঢুকতে পারে, পুজোয় স্মল স্কেল ঢুকতে পারে না !

বন্ধুগণ।

ওই দেখুন দুর্গা দশভূজা। সিংহবাহিনী, অসুরদলনী।

আমরা, এই আমরা, যারা আজ ক্ষমতার আসনে বসে আছি, তারাও দশভূজা, অসুর দলনকারি।

দেশে আইনশৃঙ্খলাহীন যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছিল, আমরা সেই আসুরিক শক্তিকে শক্ত হাতে দাবিয়ে রেখে ধীরে ধীরে জনজীবনে শান্তির শিবলিঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। মধুবাতা ঋতায়তে,

মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

বিমলকে গৌরচন্দ্রিকাটা পড়ে শোনালুম। চারটে লাইন একেবারে ফর্মূলায় ফেলা। সমস্ত পুজোর আগে যেমন গণেশ পুজো, একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদর-গজাননং, সেই রকম যারা ছিল তারা বদ, আমরা যারা এসেছি, তারা গণেশের মতোই, বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং, নিজেরাই নিজেদের প্রণাম করি। জনগণেশের সেবক আমরা। একেবারে কড়া নির্দেশ, মন্ত্রীর ভাষণের শুরুতেই পূর্বতন সরকারকে দু ছত্র চপেটাঘাত অবশ্যই করতে হবে। মা দুর্গার দশহাতের সঙ্গে মালটা কায়দা করে লাগিয়ে দিয়েছি। এইবার বাকিটা দুর্গা বলে নামিয়ে দিতে পারলেই ল্যাঠা শেষ।

বন্ধুগণ, আমাদের এই তেত্রিশ কোটি দেব দেবী সমাদরে পুজো পান না। খুবই দুঃখের কথা! আমরা যদি গদিতে পাকাপোক্তভাবে বসতে পারি, তাহলে ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিত ভাবে জনজীবনকে উৎসবে উৎসবে ভরিয়ে তুলব। এক যায় তো আর এক আসে। প্যাণ্ডেল আর খুলতেই হবে না। আলোর ঝালর বারোমাস ঝুলতেই থাকবে। মাইক গানে গানে আকাশ বাতাস অষ্টপ্রহর উদ্বেল করে রাখবে। যেওনা নবমী নিশি লয়ে তারাদলে, কবির এই আক্ষেপ আর থাকবে না। আমাদের আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সব নিশিকেই অমাবস্যা নিশি করে তুলে ছিলেন, আমরা আজ কৃত সঙ্কল্প, বন্ধুগণ, সুযোগ দিন, আপনাদের জীবনে নবমীর রাতকে আমরা চিরস্থায়ী করে ছেড়ে দোব। আপনারা আমাদের পাকা করুন, আমরাও আপনাদের পাখার বাতাস করব।

পুজো যত বাড়বে দেশের মানুষের অবস্থাও তত ভাল হবে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেমে আসবে অকৃপণ ধারায়। বসুন্ধরা সুজলা সুফলা হবে। খরা থাকবে না, বন্যা আসবে না। শরতের শস্য ক্ষেত্রে বাতাস নেচে যাবে বাতুলের আনন্দে। পুজো মানেই শিল্প। পুজো অর্থনীতিকে ঠেলা মারে, চাঙ্গা করে তোলে। কুমোর পাড়ায় গরুর গাড়ি তাল তাল এটেল মাটি ডাঁই করে। চ্যাচারি, দরমা, খড়, পাট, দড়ি, শোলা, জরি, সলমা, চুমকি, সাটিন কাঁচামাল আসতেই থাকে, আসতেই থাকে। সপরিবারে শিল্পী আটচালায় বসে পড়েন প্রতিমা গড়ার কাজে। বাবুরা আসতে থাকেন বায়নার টাকা নিয়ে। দুর্গাপুজোই সবচেয়ে বড় পুজো। একঢিলে ছ'পাখি। মা দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, অসুর জীবজন্তুর মধ্যে সিংহ, প্যাঁচা, হাঁস, ময়ূর, ইঁদুর। মা দুর্গাকে সপরিবারে সাপ্লাই দিতে হয়। সবই ম্যাগনাম সাইজের। প্রচুর বাঁখারি, বিচুলি, পাট, মাটি, তুঁষ, কাপড়, রঙ লাগে। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই যাঁরা মায়ের একানুবর্তী পরিবারকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছেন। পরোক্ষে তাঁরা বাঙালার দরিদ্র শিল্পী পরিবারকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। একেই বলে কারুর সর্বনাশ, কারুর পৌষ মাস।

বন্ধুগণ, আপনাদের গলায় গামছা দিয়ে যাঁরা চাঁদা নিয়ে যান, তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না। ভক্তের ভক্তির পুজো নাই বা হল। সবাই কি আর রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ। পাড়ায় পাড়ায় হুল্লোড়ের পুজোই হোক। এক কমিটি ভেঙে শত কমিটি হোক। শিল্প বাঁচুক, শিল্পী বাঁচুক। আমরা যদি সুপরিকল্পিত

ভাবে আরও কিছু দেব দেবীকে জাতে তুলতে পারি, তা হলে কুমোরপাড়া সারা বছরই রমরমে হয়ে থাকবে কাপড় জামার দোকানে সারা বছরই পুজো লেগে থাকবে। প্যাণ্ডেলওয়ালাদের প্যাণ্ডেল আর খুলতে হবে না। এক যাবেন, আর এক আসবেন। তাসাপার্টি ন্যাশান্যাল অর্কেষ্টার চেহারা নেবে।

বন্ধুগণ, এই সব মূঢ়, ম্লান, মুক মুখে হাসি ফুটবে। মা হাসবেন, ছেলে হাসবে। বছরে একবার চাঁদা দিতে গায়ে লাগে। দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেলে, ইনকামট্যাকস, সেলসট্যাকসের মত সহজ হয়ে যাবে। মনে তখন আর কোনও বাধা থাকবে না। তৈয়ার বলে, গেরস্থ হাসি হাসি মুখে, আপ্যায়নের ভঙ্গিতে চাঁদা তুলে দেবে।

বন্ধুগণ, এ চাঁদা চাঁদা নয়, পরভৃতিকা। চাঁদা নয়, বলুন পারকোলেশান অফ ওয়েল্‌থ। চাঁদা নয়, বলুন সাম্য। আমাদের সংবিধান, যে সাম্য, মৈত্রী আর একতার কথা বলেছেন, তা রাজনীতি দিতে পারবে না। রাজনীতি কোনও নীতিই নয়, এক ধরনের ছ্যাঁচড়ামি। বারোয়ারীই হল সমস্যা সমাধানের পথ। চাঁদায় প্রতিপালিত হবে শিল্পী, চাঁদায় প্রতিপালিত হবে বেকার। আমরা আর কতজনকে চাকরি দিতে পারব! বেকারদের ফেলে দিন মায়ের চরণে, বাবার চরণে। বাছারা বেঁচেবর্ত্তে থাক। তাদের বাঁচা দরকার। তা না হলে নির্বাচনে লড়বে কারা, দেয়ালে দামড়া অক্ষরে জাতিকে জাগরণের বাণী শোনাবে কারা! জয় হিন্দ।

না, জয়হিন্দ এখানে চলবে না। রেডিও কি টিভির ভাষণে

চলে। পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেলে বেমানান? কেটে উড়িয়ে দিলুম।

বিমল শুনে বললে, একটু যেন ফাজলামো হয়ে গেল রে। মিনিস্টার না রেগে যান। রেগে গেলে তোর চাকরি যাবে মাইরি।

একটু প্যাঁচ কষে দিলুম। কেন বল তো?

নিজের ওপর নিজে প্যাঁচ কষলি! কালিদাসের টেকনিক? যে ডালে বসে আছিস সেই ডালটা কেটে ফেলার প্যাঁচ?

আজ্ঞে না স্যার। ব্যানার্জি সাহেবের বাঁশ তৈরি হল। হাতে করে নিয়ে যাবেন, পেছনে করে ফিরে আসবেন। ওই মাল আমাকে গত বছর বাঁশ দিয়েছিল, মনে আছে?

. তোর সেই প্রোমোশান?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইণ্টারভিউতে যত জামাই ঠকান প্রশ্ন করে আমাকে আউট করে দিয়ে নিজের শালাকে ঠেলে ওপরে তুলে দিলে। সে মালকে ত চিনিস। একেবারে নীলকণ্ঠ। পাপ করে করে পাক তেড়ে মেরে গেছে।

বিমল ফিস্ করে মুখে শব্দ করল! ব্যানার্জি সাহেব আসছেন।

কি হয়ে গেছে?

এমন ভাবে বললেন, যেন আমি মালের বাপের চাকর। মাল শব্দটা আমি বিমলের কাছে শিখেছি।

হ্যাঁ সার।

দিন দিন। বড় হয়ে গেল না কি? ক মিনিট?

চারপাঁচ মিনিট হবে।

দেন ইট ইজ অলরাইট। প্রাইভেট সেক্রেটারি এর মধ্যে বারতিনেক ফোন করেছেন। এত জিনিস আবিষ্কার হয়েছে, বক্তৃতা লেখার একটা যন্ত্র বেরলে বেশ হত। কল টিপে জল বের করার মত। দরকার মত, একমিটার, দুমিটার বক্তৃতা বের করে নেওয়া যেত।

বিমল বললে, কাজটা কি ভাল হল? কে লিখেছে বলে, সেই দুর্বাসা যখন চিৎকার করবে, তখন তো মাল তোমাকে নিয়ে টানাটানি হবে।

তুইও যেমন, মালকে চেন না, হেসে হেসে বলবে, এই যে স্যার লিখে নিয়ে এসেছি। ভেরি ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। পুজোর সঙ্গে ইন্‌ডাস্ট্রি। আপনার মাথাতেও আসে স্যার।

বিমল মন্ত্রীর গলা নকল করে বললে, এইরকম মাথা বলেই আপনাদের মত গাধাদের সামলাতে পারছি।

আমি ব্যানার্জি সায়েবের গলায় বললুম, হেঁ হেঁ তা যা বলেছেন স্যার। আমাদের গাধা বললে গাধারাও স্যার প্রতিবাদ করবে।

বিমল বললে, থাক, নিজেদের চিনতে পেরেছেন দেশের মানুষের সৌভাগ্য। এক তারা দু'তারা, তারা তিন চার।

বিমল আবার গান ধরল, টেবিলকে তবলা করে। তিন তালে বেশ কিছুক্ষণ কালোয়াতী চলল। অফিস না পাড়ার ক্লাব, এ প্রশ্নের কোনও অর্থ হয় না।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়তে লাগল। দু'চারজন পাবলিক

খবরাখবর সংগ্রহে এলেন। শিল্পের খবর। কি করলে, কি হয়! দেশে চাকরি নেই। ব্যবসা বাণিজ্যের দিকেই ত ঝুঁকতে হবে।

একজনকে বলা হল, ইট তৈরি করুন। গঙ্গায় ভীষণ পলি পড়ছে। কাটুন আর ছাঁচে ফেলে ইট বানান। সভ্যতার ফাউণ্ডেশানই হল ইট। নাক সেঁটকাবেন না। ইট শুনতে খারাপ লাগলে বলুন বিলডিং ব্লকস। মানুষের যেমন আদি মানব আছে, শিল্পেরও তেমনি আদিশিল্প আছে। ইট সেইরকম একটি জিনিস। ইটের মার নেই। পচবে না, গলবে না। থাউজেণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান ব্যবহার। বাড়ি তৈরিতে লাগবে প্লাস মানুষ যত রাজনীতি সচেতন হবে ইটের ব্যবহারও তত বাড়বে। ইটের নাম তখন ব্রিকব্যাটস। ভেঙে টুকরো করে সাপ্লাই দিন। অপোনেণ্টকে ঘায়েল করার এর চেয়ে ভাল দিশী গোলা আর কি আছে।

আর এক জনকে বলা হল পাঁপর তৈরি করুন। বাংলার ঘরে ঘরে পাঁপর শিল্প চালু হোক। এটা আমাদের সাম্প্রতিক মস্তিষ্ক তরঙ্গ। কর্তৃপক্ষ ভেবেচিন্তে বের করেছেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা বেকার। চুল বাঁধছেন আর চুলোচুলি করছেন। মেয়েদের একবার পাঁপর শিল্পে জুড়ে দিতে পারলে, পাড়া জুড়োবে, বর্গী আসবে। বর্গী নয় নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাক কানে আসতে থাকবে। পাঁপরের ওপর প্রায় চল্লিশ পাতার একটা রিপোর্ট, সাইক্লোস্টাইল করে, হলদে মলাট দিয়ে বেঁধে মন্ত্রীর টেবিলে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় অক্ষরে লেখা,

TOTAL EMPLOYMENT AND PAPAD

সাতটা অধ্যায়। অতীত বাংলা, বর্তমান বাংলা,

পাঁপর, ডালের উৎপাদন, গুদাম ও পোকা খাওয়া ডাল, জল ও লোহাজল, বাঙালীর আহার বৈচিত্র্য, পাঁপর ও পার্ক, পেট ও পাঁপর, অ্যালকোহল ও পাঁপর, অবাঙালী সম্প্রদায় ও পাঁপর, তেলেভাজা পাঁপর ও সেঁকা পাঁপর, বিবাহ ও লোকাচারে পাঁপর, হজম, বদহজম ও পাঁপর, বর্ষা ও পাঁপর। সাতটি অধ্যায় জুড়ে পাঁপরের শ্রাদ্ধ, শান্তি তিলকাঞ্চন।

ভদ্রলোক বললেন, কি যে রসিকতা করেন মাইরি। পাঁপর আবার একটা শিল্প!

আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, কুটির শিল্প।

বিমল বললে, পেঁয়াজিটাও একটা শিল্প।

ভদ্রলোক চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বললেন, তা ত দেখতেই পাচ্ছি। যা আপনারা দিন রাত বছরের পর বছর করছেন।

॥ দুই ॥

সে দিন, বেলা তিনটে টিনটে হবে, পুজোর দীর্ঘ ছুটির পর অফিস সবে খুলেছে, বসে বসে একটু স্টিম নিচ্ছি, কাজে মন বসাতে আরো দিন পনের সময় লাগবে, ততদিনে কালীপুজো এসে যাবে। কালীপুজো, ভাই ফোঁটা মিলিয়ে আবার দু'দিন ছুটি। পুজোর ছুটিতে মধুপুর মেরে এসেছি। কালীপুজোয় দীঘা যাব। ক্যালেণ্ডার দেখেছি। এক দিন ক্যাজুয়েল নিলে পর পর তিন দিন হয়ে যাবে।

সবে মধুপুর থেকে এসেছি। ছুটির ঘোর এখনও কাটেনি।

বেলা পড়ে এলেই মনে হয় মধুপুরে পাথরোল নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আকাশ লাল করে পশ্চিমে সূর্য ডুবছে। বেশ ভাবে ছিলুম। হঠাৎ মুখার্জি সায়েব এসে ভাব চটকে দিলেন।

দু'আঙুলে নস্যির টিপ। সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কেমন আছ?

ভাল আছি স্যার। আপনি!

চলছে। চলে যাচ্ছে ঈশ্বরের অসীম কৃপায়।

বেশ নাদুস নুদুস বিশ্বাসী মানুষ। এক সময় অধ্যাপনা করতেন। এই চাকরিতে মাঝামাঝি জায়গায় ঢুকেছিলেন। চড় চড় করে ঠেলে ওপর দিকে উঠে গেছেন। এঁর জীবনে দুটি হবি। এক নম্বর, উঁচু পোস্ট খালি দেখলেই ইণ্টারভিউ দেওয়া। সে যেখানেই হোক। দু' নম্বর, একটু লেখা।

প্রথমটা আমাদের কাছে তেমন ভীতিপ্রদ নয়। লেখাপড়া করে উনি ইণ্টারভিউ দেবেন, সেত নিজের পাঁঠা। তার জন্যে দু'-একটা বইপত্তর যোগাড় করে দেবার অনুরোধ, এমন কিছু বড় বায়না নয়। রাখলে রাখা যায়, না পারলে বলে দেওয়া যায়।

দু'নম্বর হবিটাই আমাদের পক্ষে বেশ ভীতিপ্রদ, অন্ততঃ আমার পক্ষে। এই সায়েবটি খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। তখন আকাশ অন্ধকার। দরজার পেরেকে আয়না ঝুলিয়ে ঝাঁ করে দাড়িটা কামিয়ে নেন। তারপর পায়চারি করতে করতে মাথায় ভাব এসে যায়। পাখির মত একটা দুটো করে লাইন আসতে থাকে ডানা মেলে। বেগ যখন বেশ টনটনে হয়ে ওঠে,

ধাঁ করে চলে আসেন লেখার টেবিলে। প্যাডের কাগজ টেনে নিয়ে প্রথমেই লেখেন—ওঁ সরস্বতী। তারপর গড়গড়িয়ে কলম চলল। ভূতাবিষ্টের মত লিখেই চললেন। সকালে বাজারের ভাবনা নেই। ফেরার পথে সন্ধ্যেবেলাতেই সেরে ফেলেন। ভাবের মাত্রা এমন মাপাপাত্রে আসে যেন টাইম বোমা। সাড়ে সাতটা বাজল, শেষ লাইন নেমে গেল। লেখার তলায় খ্যাঁস করে একটা দাঁড়ি, দুটো ফুটকি। ফিনিস।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত, নিষ্ঠাবান কর্মী। অফিস দশটায়। আসেন ঠিক নটায়। অফিসে বসেই সাইরেন শোনেন। আর আমরা, যারা অবশ্যই দেরিতে আসি আর তাড়াতাড়ি চলে যাই, তাদের মাঝে মধ্যেই ডেকে ডেকে বলেন, ঠিক সময়ে অফিসে আসা একটা সৎ অভ্যাস। দেশের মানুষ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা নীতিভ্রষ্ট হলে, জাতি নীতিভ্রষ্ট হবে। ফলো মী। রাত দশটা বাজলেই আমি শুয়ে পড়ি, উঠি ভোর চারটেয়। যত ভোরে ওটা যায় ততই দিন বড় হয়। কাজের সময় বেড়ে যায়। আমি নিজে হাতে সব কাজ করি।

বড় কর্তা যখন, তখন ত মাইলড কিম্বা কড়া ডোজে উপদেশ দেবেনই। পিতা অন্ন দেবেন, শিক্ষক কান মলে দেবেন, কবিরাজ পাঁচন দেবেন, স্ত্রী মুখ ঝামটা দেবেন, প্রতিবেশী বাঁশ দেবেন, পুত্র দুঃখ দেবে, গুরু দীক্ষা দেবেন, গাভীন হলে গরু দুধ দেবে, যার যা ধর্ম। আমরা এ কান দিয়ে শুনি ও কান দিয়ে বের করে দি। ঈশ্বর দুটো কান দিয়েছেন কেন?

মুখার্জি সায়েব সাজ পোশাকে খুব সাদাসিধে। ঝলঝলে

প্যাণ্ট জামা। বাড়িতে কাচা। কলারে ইস্ত্রি নেই। শীতে একটা আকার আকৃতিহীন কোট বেরোয়, গলায় একটা টাই ওঠে। নস্যি নাকে পুরে, চারপাশে বেশ ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। দপ্তরে আমি একা কুম্ভ। বিমল ছুটির ওপর ছুটি চাপিয়ে চলেছে। রবিবারের পর সোমবারেই ওর আর বেরতে ইচ্ছে করে না। দীর্ঘ ছুটির পর নাকি চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। বৃদ্ধ পিতা ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করলে তবেই আবার কোঁত পাড়তে পাড়তে অফিসে আসে। সেই ঠ্যাঙাটি মনে হয় এখনও বেরোয় নি।

মুখার্জি সায়েবকে দেখলে ভীষণ আতঙ্ক হয়। মন বলে ওঠে, এইরে মরেছে। নিজের চেম্বারে টেনে নিয়ে যাবেন, পাঁচনের মত এক কাপ চা খাওয়াবেন, মুখটা বোদা মেরে যাবে। তারপর মড়াখেকো একটা ফোলিও ব্যাগ থেকে, মোটা খাতা বের করে একের পর এক কবিতা পড়তে থাকবেন। ওনার ধারণা, ওগুলো খুবই উচ্চ স্তরের মাল, জীবনদর্শনের মশলায় ঠাসা, তেমনি তার কারিকুরি। ধৈর্য ধরে শুনলুম, বাঃ বেশ হয়েছে, বলে সরে পড়লুম, সেটি হচ্ছে না। সে গুড়ে বালি। প্রতিটি কবিতার ব্যাখ্যা চাই। কি বুঝলে মানিক, বলো দেখি! ফলে কান খাড়া করে শুনতে হবে। কি লিখেছেন, কারুর বাবার ক্ষমতা নেই ধরে। নিজেও হয়ত জানেন না। ব্যাখ্যা শুনে বলবেন, হ্যাঁ, ধরেছ ঠিক, তুমি অবশ্য অন্য রাস্তায় গেলে। তা হোক, ভাল কবিতার ধর্মই হল, যে যেমন বোঝে। ছটা বাজবে, সাতটা বাজবে, অফিস খাঁ খাঁ করবে, অফিস পাড়া

নির্জন হয়ে যাবে, তখনও কবিতা চলবে। অর্ডারলি পিওন টুলে বসে বসে ঢুলতে থাকবে। ঝাঁটা হাতে ঝাড়ুদার বারেবারে উঁকি মারতে থাকবে। চোখা চোখি হলেই বলবে সেলাম সাহেব। সাহেব অন্যমনস্ক বলবেন, হাঁ হাঁ সেলাম

জীবনেরও জানালা আছে
নীলডানা গণেশের গাত্র চর্মে
হৃদয়ের হাসি শুনি
বিধবার নিমীলিত চোখে॥

সেলাম সায়েব। হ্যাঁ হ্যাঁ সেলাম,

মাঝরাতে ফিটনের চাকা ঘোরে
দুর্দান্ত ঝড় ওঠে
কদম্বের চুলচেরা বুকে,
সাজানো অজানা
পণ্ডিতের তর্ক জোড়ে
টোল ভেঙে পড়ে

সেলাম সায়েব,

হবে হবে সব হবে
মৃত্যু মেতে ওঠে
প্রেয়সীর
অস্পষ্ট জটার বাঁধনে॥

সুইপার মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠবে সেলাম সায়েব। আমিও সাহস করে বলব, স্যার প্রায় আটটা বাজল।

তাই নাকি? তা হলে চলো ওঠা যাক

উঠতেও অনেক সময় লাগবে। সমস্ত টেবিল সজ্জা একে একে ড্রয়ারে ঢুকবে। তিনটে ক্যাবিনেটে চাবি পড়বে, সেই চাবি আবার আর একটা লকারে গচ্ছিত হবে। সেই লকারের চাবিটি ব্যাগে ঢুকবে। নিজের হাতে দুটো জানালা বন্ধ করবেন। একটা মাত্র আলো রেখে, বাকি আলো আর পাখার সুইচ অফ করবেন। তারপর যাবেন বাথরুমে। ফিরে এসে বলবেন, চলো তোমাকে মানিকতলা পর্যন্ত লিফট দিয়ে দি। সে আবার আর এক বাঁশ। আমাকে উজিয়ে ফিরে আসতে হবে ধর্মতলা। সেখান থেকে শুরু হবে গৃহযাত্রা। বাড়ি যখন ফিরব তখন চোরেদের সিঁদ কাঠি নিয়ে জীবিকায় বেরোবার সময় হয়েছে।

মুখার্জি সায়েব মুচকি হেসে বললেন, কি, আজ আমাদের সিটিং হবে না কি! নাঃ, আজ থাক।

হাতে যেন স্বর্গ পেলুম, হ্যাঁ স্যার, আজ থাক।

কেন থাক বল তো?

অধ্যাপক ছিলেন, তাই সবসময়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা খোঁজেন। বললুম, তা ত জানি না স্যার।

আচ্ছা, এর মধ্যে তুমি কি দুর্গাপুজোর ওপর কোনও কিছু লিখেছিলে?

মরেছে, 'হ্যাঁ' বলব, 'না' বলব! এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা।

বিমলের কথাই বোধহয় ফলতে চলেছে। কালিদাস ডাল কেটে কবি হয়েছিলেন, আমি বেকার হব। ভয়ে ভয়ে বললুম, হ্যাঁ স্যার।

ধরেছি ঠিক। আর এক টিপ নস্যি নিলেন।

কেন স্যার কি হয়েছে ?

মার দিয়া কেল্লা।

কার কেল্লা স্যার। আমার কেল্লা ?

একরকম তোমারই কেল্লা বলতে পার।

চাকরিটা গেল স্যার ?

কোথাকার জল কোথায় গড়ায় একবার ছাখো। মন্ত্রীর খুব পছন্দ হয়েছে, একেবারে উচ্ছ্বসিত। আমাকে আজ বললেন, মুখার্জি একবার খোঁজ করুন ত, ও জিনিস মাথামোটা ব্যানার্জির কলম থেকে বেরবে না। ফাইণ্ড আউট দি ম্যান। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, এ তোমার কাজ। ওই কাঁচা খেকো দেবতাকে সন্তুষ্ট করা, কম কথা ? এইবার দেখা যাক তোমার তোমার জন্যে একটা নতুন পোস্ট তৈরি করা যায় কিনা। প্রত্যেকবার ফাইনান্স বাগড়া দেয়।

মনে মনে বললুম, ওই জন্যেই ত স্যার, বসে বসে আপনার ভট্টি কাব্য শুনি, একটাও হাই তুলি না। মাথা খাটিয়ে উদ্ভট লাইনের ব্যাখ্যা খুঁজি।

তা হলে চলো।

কোথায় স্যার ?

মন্ত্রী সকাশে।

আমাকে আবার টানাটানি কেন ?

তার মানে ? মন্ত্রী তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

ছুটি হতে এখনও কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাকি, এই দপ্তর কিন্তু বন্ধ করে যেতে হবে ?

হ্যাঁ, বন্ধ করেই যাবে। তুমি ত রাজদর্শনে যাবে। সাত খুন মাপ।

আপনিই বলেছিলেন, জনসংযোগ দপ্তর ঠিক সময়ে খুলবে, ঠিক সময়ে বন্ধ করবে।

আজ আর কোন নিয়ম নেই। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করতে পারেন, মন্ত্রী পারেন না। নাও উঠে পড়।

অগত্যা উঠতেই হল। পাশ কাটান গেল না। বাইরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুখার্জি সায়েব ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, অ্যাসেমব্লি চল। ভয়ে বুক ধুকপুক করছে। যতই বলছি ভয়ের কি আছে, খেয়ে ত আর ফেলবেন না, ততই ভয় বেড়ে যাচ্ছে। একটু বড় বাইরে বাইরে ভাব।

॥ তিন ॥

অ্যাসেমব্লিতে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর একটি ঘর।

মন্ত্রীরা সব সময়েই মাননীয়। সায়েবরা বলেন অনারেবল। আমি এক মন্ত্রীর স্ত্রীকে জানি যিনি জেলা পরিদর্শনে গিয়ে ভোরবেলা ডাকবাংলোর হাতায় দাঁড়িয়ে জনৈক তটস্থ উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বলেছিলেন, হনারেবল মিনিস্টার রোজ দেড় সের পরিমাণ খাঁটি দুধ খান। আপনি অবিলম্বে সেই দুধের ব্যবস্থা করুন।

ইয়েস ম্যাডাম বলে তিনি যেই দৌড়তে যাবেন অধস্তন বললেন, দিক ঠিক করে দৌড়ন স্যার। পুরুলিয়া শহরে গবাদি পশুর বড় অভাব, দু' একটা চাগরু মিলতে পারে, দেড় সের খাঁটি দুধ পাবেন কোথায়।

দ্যাটস নট ইওর লুক আউট, বলে তিনি ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডে ভূতেধরা মানুষের মত গোল হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলুম, চাগরুটা কি জিনিস মশাই।

আরে ম্যান চাগরু অনেকটা ছাগলের মত দেখতে হয়। যখনই বাঁটে হাত দেবেন, ছিড়িক করে এক চামচে দুধ ছাড়বে, এক কাপ চা করার মত। আমরা নাম রেখেছি চা গরু।

এ দেশে মন্ত্রীরাই শুধু বুদ্ধিমান নন, বুদ্ধিমান প্রজারও অভাব নেই। গুঁড়ো দুধ ডিস্টিলড ওয়াটারে গুলে বটের আঠা মিশিয়ে দেড় সের খাঁটি গোদুগ্ধ তৈরি হল। বটের আঠা কম বলকারক! ছটা বাচ্চা পেড়ে ছাগল যখন নেতিয়ে পড়ে তখন বটপাতা খাইয়ে তার স্তনে দুধ আনা হয়। বৃক্ষ বট, মন্ত্রী বট, আহার বটদুগ্ধ।

অ্যাসেমব্লির মন্ত্রীমহোদয় বসে আছেন। চোখ জবাফুলের মত লাল। দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সবসময় দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে মুখটাই ডিসফ্রিগার্ড হয়ে গেছে। অনবরত চিৎকার করে বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে গলা হয়েছে ফাটা কাঁসরের মত।

চোখ দুটো মোটরগাড়ির ব্যাকলাইটের মত। জ্বলছে, জ্বলবে। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন কি চাই? মুখার্জি সায়েব থতমত খেয়ে বললেন, আজ্ঞে এনেছি।

ঠেঙিয়ে ব্যাটার বাপের নাম ভুলিয়ে দাও।

মুখার্জি সায়েব মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আজ্ঞে স্যার।

আপনাকে নয় আপনাকে নয়, চুপ করে বসুন। আমি

সনাতনকে বলছি। অপদার্থ শয়তান। পুলিস কি করছে? তোমাদের পুলিস?

ধরচে আর ছাড়চে। এ মুখ দিয়ে ঢুকছে ও মুখ দিয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসছে।

মন্ত্রী টেবিলে এক ঘুসি মেরে বললেন, এই আমলারা, রাশকেল আমলারাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে গদি টলিয়ে দিলে। গেট আউট।

সনাতন বললেন আমি আবার কি করলুম?

তোমাকে বলিনি পাঁঠা। আমি এই মুখার্জিকে বলছি।

মুখার্জি সায়েব কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, আমাকে স্যার আমলা বলবেন না। আরও দুধাপ ওপরে উঠলে তবেই আমলা হতে পারব।

তাহলে বসুন। সনাতন তুমি যাও। তোমাদের দ্বারা কিস্যু হবে না। আমার নাম জপে যদ্দিন গদিতে আছি, যা পার কামাই করে নাও। গাড়ির পারমিট বেরিয়েছে?

কবে?

নেমে গেছে?

কাল নামছে।

তবে আর কি? যাও বোতল খুলে বসে পড়।

লোহার পারমিটটা যে এখনও আটকে আছে।

কেন?

তাত জানি না। ফাইলটা আটকে রেখেছে!

হোয়াট। মন্ত্রীর অর্ডার চেপে রেখেছে। আমি ওই

সান্যালের প্যান্ট খুলে নোবো। অফিসার হয়েছে অফিসার।

হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে নিলেন।

মুখার্জি সায়েব মিউ মিউ করে বললেন, মিস্টার সান্যাল স্যার পোল্যাণ্ড গেছেন।

পোল্যাণ্ড। পোল্যাণ্ডে কেন?

আজ্ঞে লোহা চিনতে।

অপদার্থ। কে অ্যালাউ করেছে?

আপনিই স্যার করেছেন।

আই ওয়াজ মিসলেড।

মিঃ সান্যাল স্যার সি এমের লোক।

এই সি এমরাই দেশের বারোটা বাজিয়ে দিলে। কবে যে আবার ওয়ান পার্টি রুল চালু হবে! সামনের বার আমাকে সি এম হতেই হবে। সনাতন।

বলো দাদা।

আরও এম এল এ চাই। ম্যাজরিটি আমার। তোমাকে আমি লোহা দিয়ে ইস্পাত দিয়ে সিমেণ্ট দিয়ে মুড়ে দোব।

দেশের লোক দাদা বড় শেয়ানা হয়ে গেছে।

বোকা বানাবার কল চালু করে দাও। এখনও সময় আছে। নাউ অর নেভার। এখন তুমি যাও তাহলে, অ্যাঃ।

সনাতন নামক জীবটি মাখমের মত মাখোমাখো হাসিতে মুখ ভরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। হাসি যেন মুখ ছেড়ে আধ হাত লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে। ঘর খালি হল। মন্ত্রীমহোদয়ের

মুখ সাহিত্যসভার প্রধান অতিথির মত ভীষণ গোমড়া হয়ে আছে। যে জানে না, সে দেখলে ভাববে, বউ বুঝি খুব বকেছে। এ যে পলিটিক্যাল মার বাবা। কোথায় কে এক অপোনেন্ট অ্যায়সা কলকাঠি নেড়েছে, আসনে ভূমিকম্প।

টেবিলে তিনবার টোকা মারলেন। দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তারপর মুখার্জি সায়েবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা আর মানুষ হলেন না।

কেন স্যার?

সব অসতী, অসতী। ঘর করছেন একজনের সঙ্গে, শুতে যাচ্ছেন আর একজনের সঙ্গে। আপনারা হলেন বাজারের বেশ্যা।

এ স্যার কি বলছেন? ছি ছি।

চপ্, প্রতিবাদ করার সাহস আসছে কোথা থেকে। বাইরের খোলসটা হল সতীসাধ্বীর আর ভেতরের ভাবটা হল বারবনিতার। এক বাবুতে মন ওঠে না। নতুন নতুন চাই, নতুন নতুন।

হৃষ্টপুষ্ট মন্ত্রীমহোদয় চেয়ারে বসে বসেই স্প্রিঙের মত নাচতে লাগলেন, ওপর নীচ, নীচ ওপর।

নতুন নতুন বলার সময় মুখের চেহারা হল কোলা ব্যাঙের মত। ডোবায় বসে ডাকছেন যেন, গ্যাঙোরগ্যাং। আচ্ছা জায়গায় এনে ফেললেন আমার শুভানুধ্যায়ী মুখার্জি সায়েব। একেবারে বাঘের ঘরে চারপাশে ঘোগের বাসা।

নাচ শেষ করে মন্ত্রীমহোদয় দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,

মুখার্জি, আমি প্রতিবাদ পছন্দ করি না। যা বলব, তা মানতে হবে। মন্ত্রার অবজার্ভেশানে কখনও ভুল হয় না। ভুল হলে দেশ শাসন করা যেত না। বুঝেছেন?

ইয়েস স্যার।

হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। আমরা ইয়েস ম্যানই পছন্দ করি। ওই সান্যালটার আমি বারোটা বাজাবই। পোল্যাণ্ডে গেছে আর একটু ঠেলে কুমেরুতে পাঠিয়ে দোব। র‍্যাসকেল।

মুখার্জি সায়েব বললেন, আমি প্রতিবাদ করিনি স্যার শুধু বলতে চেয়েছিলুম, আমি ওই গণিকাদের দলে পড়ি না। আই অ্যাম সো ডিভোটেড টু ইউ।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না মুখার্জি। প্রমাণ চাই, প্রমাণ, ডিভোসনের প্রমাণ।

কি ভাবে স্যার।

ওই সান্যালের চেয়ারে আপনাকে আমি বসাব। ওই চেয়ারে আমি আমার লোক চাই।

কি করে বসব স্যার।

ফুল দ্যাটস নট ইওর লুক আউট, আই উইল অ্যারেঞ্জ ইওর প্রোমোশান।

কিন্তু সি এম।

ইডিয়েট। আমি দুর্নীতির অভিযোগ এনে হারামজাদাকে সাসপেণ্ড করব আপনাকে দোব প্রমোশন। বাট ইউ মাস্ট বি ভেরি অনেষ্ট। আমার লোককে আপনি রমেটিরিয়েল দেবেন উইদাউট অ্যানি হ্যারেসমেণ্ট।

অফকোর্স স্যার।

অ্যা, এই ছেলেটি তাহলে আমার সেই বক্তৃতা লিখেছিল।

হ্যাঁ স্যার।

চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নমস্কার করলুম। ধাই করে টেবিলে হাঁটু ঠুকে গিয়েছিল। মনে মনে বাপ বললুম। মুখে যেন যন্ত্রণার রেখা না পড়ে। তাহলে কেস কেঁচে যাবে। যাঁর সামনে এসে বসেছি তাঁর একটা আঙুল নাড়ায় আমার বরাত ফিরে যেতে পারে। কতদিন ধরে জীবন বৃক্ষে মুকুল আসছে, ফল ধরছে, ঝরে পড়ে যাচ্ছে, পাকছে না। এইবার এমন সার পড়তে পারে হয় গাছ জ্বলে যাবে নয়ত পদোন্নতির ফল পাকবে।

বোসো বোসো, হি লুকস ভেরি ইনোসেণ্ট। তোমার লেখায় বেশ ডেপোমি আছে হে। আমাদের গ্রাম্য ভাষায় তোমাকে পেছন পাকা বলা যেতে পারে।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রাজনীতি করো?

আজ্ঞে না স্যার।

এই রকম একটা দুটো র মাল আমার চাই মুখার্জি। বাইরে ইনোসেণ্ট ভেতরে শয়তানি। তোমাকে আমার কাজে লাগবে। যাও। এখন যাও। আমার কাজ আছে।

আমরা দু'জনে সমস্বরে ইয়েস স্যার বলে উঠলুম।

মুখার্জি সায়েব গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, যাক তোমার কপালটা এতদিনে ফিরল। একই পোস্টে ঘ্যাসড়াচ্ছো বছরের পর বছর।

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, একবার ত আপনার জন্যই আমার প্রমোশন হল না। আপনার ভাগনেকে লড়িয়ে দিলেন।

এ তুমি কি বলছ? নিজের ভাগনে আগে না তুমি আগে? এর পরের চান্সে তোমারই হত।

আপনার কি মনে হল?

তার মানে?

এই যে মন্ত্রী বললেন, পেছন পাকা, ভেতরে শয়তানি, চাকরীটা যাবে নাত?

আরে না না, ওসব হল সোহাগের কথা। মেজাজ এখন খুব চড়েই থাকবে। টার্ম শেষ হয়ে আসছে, ইলেকশান প্রায় এসেই গেল। চলো তোমাকে মানিকতলা পর্যন্ত লিফট দিয়ে দি।

সেরেছে রে, আবার মানিকতলা।

মানিকতলা বাজারের কাছে গাড়ি দাঁড়াল। সায়েব বাজার করবেন। আমাকে বললেন, এত ভাল আর রকম রকম মাছ, তুমি কলকাতার অন্য কোনও বাজারে পাবে না। মাছ কিনবে নাকি?

অপরাধীর মত মুখ করে বললুম আমার মাছ কে রাঁধবে স্যার।

মনে মনে বললুম আপনি তিন হাজারি মনসবদার ছরকম মাছ দিয়ে ভাত খেতে পারেন। আমাদের একবেলা এক চিলতে জোটাতেই জিভ বেরিয়ে যায়।

তিন রকমের ব্যাগ হাতে গাড়ি থেকে নামতে নামতে

মুখার্জি সায়েব বললেন, বুঝলে আমি একটু ভোজনবিলাসী। তিন রকমের মাছ না হলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সবাই ঠাট্টা করে বলে মৎস্যাবতার। মাছের কপালটাও আমার ভাল। এই বাজারে ঢুকলেই দেখতে পাবে।

আমিও যাব স্যার?

বাঃ মাছ দেখবে না। সব রকম মাছ তুমি চেন।

একটা মাছই আমি চিনি, তা হল কাটা পোনা।

কাটাপোনা, হাঃ হাঃ, কাটা পোনা আবার মাছ নাকি হে। চলো চলো ফলুই দেখবে চল। রূপোর মত চেহারা। জলের গামলা ছেড়ে দশ বারো হাত করে লাফিয়ে উঠছে।

কলকাতায় বেশ কাঁঠালপাকা গরম পড়েছে। প্রাণ একেবারে আইঢাই। সবে সকাল সাড়ে দশটা। শহরে যেন আগুন ছুটছে। জামার বুকের সবকটা বোতাম খুলে দিয়ে বিমল চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে। কাল সারারাত কোথার গান গেয়ে এসেছে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

হ্যাঁ বলছি।

একবার আসতে হচ্ছে।

এখুনি?

হ্যাঁ, এক্ষুণি। অনারেবল মিনিস্টারের তলব।

আপনি কে বলছেন স্যার?

অনারেবল মিনিস্টারের পি এ।

অনারেবল মিনিস্টারের ঘর খুঁজে পেতেই জীবন বেরিয়ে

গেল। মন্ত্রী মহলে এত ঘুরপাক! দেউড়ির পুলিসকে বলা ছিল তাই কাছা ধরে টানেন নি।

চারটে টাইপরাইটার একই ছন্দে বেজে চলেছে। চারটে টেলিফোনের একটা থামে ত আর একটা বাজে। টেলিফোনের সামনে যিনি বসে আছেন, তিনি অষ্টভুজ মহাদেবের মত, টেলিফোনের ভোজবাজি দেখাচ্ছেন। তুলছেন, ফেলছেন, ফেলছেন, তুলছেন। যেন জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

মন্ত্রী মহোদয়ের ঘরের বাইরে লাল আলো জ্বলছে। এনগেজড।

অনেকক্ষণ বসে আছি। একটু উসখুস করলেই প্রজাপতি গোঁফওয়ালা এক ভদ্রলোক ধমকের সুরে বলছেন, চুপ করে বসুন। সময় হলেই ডাক আসবে। আচ্ছা ল্যাঠা রে বাবা! আমি ত আসিনি, তিনিই ত ডেকেছিলেন।

অবশেষে ডাক এল। প্রজাপতি গোঁফ ধমকের সুরে বললেন, যান, ডাকছেন।

সব মেজাজ ছ্যাখো! যেন ঘেও কুকুর! মন্ত্রী মহোদয়ের হাওয়া লেগেছে আর কি! নীল রঙের দরজা ঠেলে ঘরে পা রাখতেই, পা যেন ডুবে গেল। জলে নয়, নরম কার্পেটে। টেবিলের সামনে পাঁচটা সারিতে অন্তত কুড়িটা চেয়ার। ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে বিশাল একটি টেবিল। টেবিলের আবার একতলা, দোতলা হয় এই প্রথম দেখলুম। অনেকটা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখো গোছের অভিজ্ঞতা। একতলায় কাঁচ লাগান, তার ওপর মন্ত্রী মহোদয়ের হাত। দোতলায়

ব্যালকনিতে যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার, যেন খেলার সামগ্রী। কলমদানি, ভেলভেটের পিনকুশান, হ্যানাত্যানা। সারা ঘরে হিলহিল করছে একটা যান্ত্রিক ঠাণ্ডা।

মন্ত্রী মহোদয়ের কাশী হয়েছে। বিশ্রী কাশি। সাইবেরিয়ায় যেন হায়না কাশছে। ঘরটা এত পেল্লায়, ক্ষমতার ঘূর্ণায়মান আসনটি এত বিরাট, আর আমি এত ক্ষুদ্র, মনে হল, আমি একটা টিকটিকি। টকটক না করলে, নজরেই পড়ব না।

সেই গানটা মনে খেলে গেল, আমি এসেছি, আমি এসেছি-ই, বঁধু হে

লয়ে এই হাসি রূপ গান॥

দরজা থেকে দুপা এগিয়ে, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে ঘোষণা করলুম, আমি এসেছি স্যার।

দেখেছি। অমন ন্যাকা সুরে কথা বলছ কেন? লিঙ্গ ঠিক আছে ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বিতীয় সারির তিন নম্বর চেয়ারে বোসো।

ভয়ে ভয়ে বসলুম। সম্বর্ধনাটা তেমন সুবিধের হল না। লিঙ্গ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মেডিকেল বোর্ডে না পাঠিয়ে দেন! আজ আবার চোখে চশমা উঠেছে।

মৌমাছি কাকে বলে জান?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যে মাছি মধু দেয়।

তোমার মাথা। এ কি গরু যে পালান ধরে চ্যাঁক চোক করলেই দুধ দেবে! মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করে

চাকে রাখে। বুদ্ধিমান মানুষ চাক ভেঙে সেই মধু খায়। ভাল্লুকেও খায়। আমাদের এই রাজনীতির মত। আমরা চাক বেঁধে মধু সঞ্চয় করে যাচ্ছি, বিরোধী ভাল্লুকেরা এসে সব সাবাড় করে দেবে। মধু খেয়েছ ?

ছেলেবেলায় স্যার, সেই জন্মাবার পরেই, ঠোঁটে একবার দেওয়া হয়েছিল।

গাধা কোথাকার! আমি রোজ চার চামচে মধু দিয়ে পাতিলেবুর রস খাই।

ভীষণ দাম।

লিখতে পারবে ?

কি লিখতে হবে বলুন ?

পশ্চিমবাংলায় মৌমাছির চাষ। জমি কুপিয়ে, মৌমাছির বীজ ছড়িয়ে চাষ নয়, মৌচাক বসিয়ে মাছির চাষ। গাধাদের বিশ্বাস নেই। তিন পাতা ধান চাষ লিখে, দাঁত বের করে সামনে এসে দাঁড়াল, এনেছি স্যার।

পারব স্যার। বারুইপুরে মৌমাছির চাষ আমি দেখে এসেছি।

হুঁ। শোনো, মৌমাছির সঙ্গে একটু রাজনীতি ঢুকিও। বেশ কায়দা করে ঝাড়বে। এখন বাজে বেলা বারোটা। তিনটের মধ্যে চাই। তুমি দুটোর মধ্যে দেবে। তারপর টাইপ হবে। চারটের সময় আমাদের পৌঁছতে হবে। টিভি সেণ্টারে। সংস্কৃত কোটেশান একদম ব্যবহার করবে না। আমার ফল্‌স টিথ, উচ্চারণে ভীষণ অসুবিধে হয়!

মুখে এসে গিয়েছিল, প্লেব্যাক করলে কেমন হয় স্যার! ভাগ্যিস বলে ফেলিনি।

মাত্র দু'ঘণ্টা সময়, তিনপাতা লিখতেই হবে, নয়ত চাকরি চলে যাবে। কি এখন লিখি? প্রথমেই লিখি, মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি, নাচি, দাঁড়াবার সময় ত নাই। পরোপকারী মৌমাছি, হুল ফোটালেও গাছে গাছে মানুষের জন্য অমৃতকোষ ঝুলিয়ে রাখে। মৌমাছি আর আদর্শ রাজনৈতিক দল-নেতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই যা করেন, সবই মানব হিতার্থে। হিতার্থে শব্দটা চলবে না। দাঁতে দাঁত ঠুকে যাচ্ছে। ফলস টিথে অসুবিধে হতে পারে। মানব কল্যাণে। না চলবে না। য ফলা আছে। মানুষের উপকারে লিখি। সহজ সরল, যুক্তাক্ষর বর্জিত।

মৌমাছি একশো মাইল রেডিয়াসে, ও বাবা রেডিয়াস আবার ইংরেজী শব্দ, একশো মাইলের পরিধিতে পড়াওড়ি করে, ফুলে ফুলে, ফুলিফুলি মধু সংগ্রহ করে এনে, মোমচাকের কন্দরে কন্দরে মধুভাণ্ডে মধু সঞ্চয় করে। ফ্লো এসে গেছে।

এই মধুই হল, সেই অমৃত, যে অমৃত উঠেছিল সমুদ্রমন্থনে, সেই অমৃত, যে অমৃত অসুররা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, দেবতারা কৌশলে কেড়ে নিয়েছিলেন। বন্ধুগণ, পশ্চিমবাংলার অমৃত ভাণ্ডে, আমাদের শ্রমে, নিষ্ঠায়, দেশহিতব্রতে উন্নয়নের যে মধু সঞ্চিত হয়েছে একদল উন্মত্ত, লোমশ ভাল্লুক, মাতোয়ালা হয়ে রাতের অন্ধকারে তা খেয়ে চলে যাবে, এ কি আপনারা সহ্য

করবেন? অসুরকুলের এই ঘৃণ্য প্রয়াস আমাদের রুখতেই হবে। রুকবোই, রুকব।

মধুর মত মধুর বস্তু আর কি আছে! উপনিষদ বলছেন, ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসো ইত্যাদি। মধুর একেবারে ছড়াছড়ি। দ্রব্যগুণে মধুর কোনও তুলনা হয় না, গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, ফ্রাকটোজ, ক্যালোরিতে ঠাসা, এক এক ফোঁটা, এক একটি অ্যাটম বোমা। অ্যালকোহল রক্তে মিশতে ছ ঘণ্টা সময় নেয়, মধু জিভে পড়ামাত্রই রক্তে মিশে যায়। মধু দিয়ে মকরধ্বজ মেড়ে খেলে মানুষ শতায়ু হয়।

বন্ধুগণ, আপনারা ঘরে ঘরে বাক্স চাক বসিয়ে মৌমাছি পালন করুন। মধুর উৎপাদন বাড়ান। মধু মানে স্বাস্থ্য, মধু মানে যৌবন, যৌবন মানে জীবন, জীবন মানে জাতি। কর্মে, ধর্মে, মর্মে বাঙালী জেগে ওঠ। আমরা বড় পেছিয়ে পড়েছি। ইন কিলাব জিন্দাবাদ।

আঃ, টেরিফিক লিখে ফেলেছি। বাচ্চা লোক এক দফে তালি বাজাও।

দুটো বেজে দশ মিনিটে বক্তৃতা মন্ত্রীর হাতস্থ হয়ে গেল। নিজেই নিজেকে বললুম, কামাল কর দিয়া গুরু।

মন্ত্রী মহোদয়ের খুব পছন্দ হয়েছে মনে হল। সংস্কৃত শ্লোকটির ব্যাপারে সামান্য একটু আপত্তি তুললেন। ওটাকে বাদ দিলে কেমন হয়।

শ্লোকটার লাইনে লাইনে স্যারমধু। এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। কবে আবার মধু হবে।

থাক তা হলে। গাড়িতে যেতে যেতে তুমি আমাকে বার কয়েক তালিম দিয়ে দিও। তিনটে পাঁচে আমাদের মহাযাত্রা শুরু হল। সামনে দু'জন বডি গার্ড। পেছনে আমরা তিনজন। একজন হলেন মন্ত্রী মহোদয়ের পি এ।

যেতে যেতে শ্লোকের তালিম চলেছে। বলুন স্যার, ওম্। উঁহু ওঁ নয় অউম্।

খুব ক্ষেপে গেলেন, লিখেছ ওঁ, বলতে বলছ অউম্।

আজ্ঞে খাস সংস্কৃতে ওঁ এর উচ্চারণ অউম্, যেমন বাডজেটের উচ্চারণ হল বাজেট। বলুন স্যার, মধুবাতা ঋতায়তে। মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে। ক্ষরন্তি নয়, উচ্চারণ হবে, হখসরন্তি।

বেশ জুতসই একটা গালাগাল দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। আমাদের ওভারটেক করে পাশ দিয়ে সাঁ করে আর একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। মন্ত্রী মহোদয় চমকে উঠে বললেন কে গেল, মনে হচ্ছে আর এক জন মন্ত্রী গেলেন।

পি এ কিছুই দেখেন নি। ভিক্টোরিয়ার মাঠে জোড়া শালিক দেখছিলেন। বোকার মত বললেন, না, স্যার।

তুমি থামো, গবেট কোথাকার, আমি গাড়িতে ফ্ল্যাগ উড়তে দেখেছি।

সামনের বডিগার্ডের মধ্যে একজন বললেন, হ্যাঁ স্যার, মন্ত্রী গেলেন।

আমি দেখেছি। জঙ্গল আমাকে ওভারটেক করে চলে গেল।

জঙ্গল মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট। অরণ্য দপ্তরের মন্ত্রী। রাগে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ জবাফুলের মত লাল, হোয়্যার ইজ মাই ফ্ল্যাগ রাশকেল। মাই ফ্ল্যাগ।

আমি তোমার চাকরি চিবিয়ে খাবো গাধা। হোয়্যার ইজ মাই ফ্ল্যাগ।

কাকে এইসব মধুর সম্ভাষণ হচ্ছে? গাড়ির সামনে ফ্ল্যাগ পতপতিয়ে দেবার দায়িত্ব কার! মন্ত্রী মহোদয় পেছন থেকে ড্রাইভারের ব্রহ্মতালুতে ঠাঁই করে একটা চাঁটা মেরে বললেন, কি কথা কানে যাচ্ছে না।

গাড়ি হুড় হুড় করে রাস্তার বাঁ দিকে গিয়ে থেমে পড়ল। ড্রাইভার দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল। বুড়ো হাবড়া, রাত কানা নয়, ফাইন ইয়ংম্যান। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বেশ ডাঁটে দরজা বন্ধ করে, হন হন করে হেঁটে চল্ল ময়দানের দিকে।

আমরা সকলেই হাঁ হয়ে গেছি। ব্রহ্মতালুতে চাঁটা খেলে, রাতে বিছানায় ছোট বাইরে করে ফেলার কথা আমরা ছেলে-বেলা থেকে শুনে আসছি। এ তো দেখছি সঙ্গে সঙ্গেই কুইক অ্যাকসান।

মন্ত্রী বললেন, যাচ্ছে কোথায়, রাশকেল যাচ্ছে কোথায়?

একজন বডিগার্ড সামনের দিক থেকে নেমে পেছন পেছন দৌড়ল। আমরা কথা শুনতে পাচ্ছি না, দূর থেকে মুকাভিনয় দেখছি। দু'জনেরই হাত পা খুব নড়ছে। বডিগার্ড

ভদ্রলোক ঘাড় ধরে ড্রাইভার ছেলেটিকে আমাদের দিকে টেনে আনছেন।

মন্ত্রী মহোদয় রাগে পাঞ্জাবি খামচাচ্ছেন। বুকের কাছটা গিলে হয়ে গেল। লোকে মন্ত্র জপ করে। মন্ত্রী মহোদয় ক্রমান্বয়ে বলে চলেছেন, শূয়োরের বাচ্চা, শূয়োরের বাচ্চা। গাড়ির কাছাকাছি আসতেই, মন্ত্রী বললেন, ওর কানটা একবার খালি আমার হাতে ধরিয়ে দাও। তারপর যা করার আমিই করছি।

ছেলেটার কি প্রাণের মায়া নেই? বেপরোয়ার মত বললে, যান, যান সব করবেন।

আমার হাঁটুতে বিশাল এক চড় মেরে, মন্ত্রী স্প্রিংয়ের মত নাচতে লাগলেন, জুতো, জুতো পেটা করব, জুতো পেটা করব।

ড্রাইভার বললে, বাঙলা বন্ধ করে দোব।

মন্ত্রী বললেন, ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, কনসপিরেসি, কনসপিরেসি। এ ব্যাটাকে বিরোধীরা ঘুসলে নিয়েছে। হ্যাঙ হিম, কিল হিম, শুট হিম।

মটোর সাইকেলে একজন সার্জেণ্ট যাচ্ছিলেন। এ রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাবার নিয়ম নেই। বাইক ঘুরিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। খুব তড়পাবার তালে ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয়কে দেখে সটাস করে একটা স্যালুট ঠুকলেন।

কি হয়েছে স্যার!

রাগে মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার ফাঁকে কোনও রকমে বললেন, ওকে মেরে ফেল।

পি এ মাথায় ফাইলের বাতাস শুরু করে দিয়েছেন। প্রেসার কোথায় উঠেছে কে জানে! চারশো, টারশো হবে হয়-ত।

সার্জেণ্ট ভদ্রলোক খুব বিপদে পড়ে গেছেন। এমত পথ নাটক তিনি জীবনে দেখেছেন কি না সন্দেহ! বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

উনি পেছন থেকে আমার মাথায় চাঁটা মেরেছেন, বাপ তুলেছেন, জুতো মারার আগে আমি গাড়ি পার্ক করে নেমে পড়েছি। মন্ত্রী বলে হাতে মাথা কাটবেন না কি!

মন্ত্রী মহোদয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, হি ইজ এ লায়ার?

ড্রাইভার বললে, আপনি এঁদের জিজ্ঞেস করুন, মিথ্যে বলছি কি না।

আমি মনে মনে বললুম, আমি অন্তত সাক্ষ্য দোব না, যে দেয় দিক। চাকরিটা যাক আর কি! জলে বাস করে, কুমীরের সঙ্গে শত্রুতা! আমি বলে প্রোমোশানের ধান্দায় তেলিয়ে চলেছি। মাসখানেকের মধ্যে ফাইল না নড়লে হয়ে গেল। পরের নির্বাচনে কোন্ মহাপ্রভুরা দু'হাত তুলে নেচে নেচে আসবেন কে জানে!

সার্জেণ্ট জিজ্ঞেস করলেন, কি করে ছিলে তুমি?

কিছুই করিনি!

মন্ত্রী মহোদয় হাওয়া বেরতে থাকা বেলুনের মত ছটফট করতে করতে বললেন, রাশকেল পি এ, তুমি কিছু বলছ না কেন? বোবা হয়ে গেছ! বোবা।

পি এ বললেন, ও গাড়িতে ফ্ল্যাগ লাগাতে ভুলে গেছে।

ড্রাইভার বললে, আমি ফ্ল্যাগ পাব কোথা থেকে ? তিনদিন আগে দুর্গাপুর থেকে আসার পথে, বর্ধমানে, জনতা গাড়ি থামিয়ে ওঁকে জুতোর মালা পরাতে গিয়েছিল। সেই সময় একশো মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে আমি ওঁকে বাঁচাই। সেই গণ্ডগোলের সময় পাবলিক ফ্ল্যাগটা খুলে নিয়েছিল। আমাকে না দিলে ফ্ল্যাগ আমি পাব কোথা থেকে স্যার ! আপনিই বলুন।

মন্ত্রীমহোদয় জ্বলন্ত অঙ্গারের দৃষ্টিতে পি এ-র দিকে তাকালেন। ওই দৃষ্টিতেই কাজ হল। পি এ আমতা আমতা করে বললেন, স্যার আমি বলেছি, ডিপার্টমেণ্ট দিতে দেরি করছে।

তুমি আমাকে বলনি কেন ?

বললে কিছু হত না স্যার। ওটা অন্য দলের হাতে।

কন্‌সপিরেসি, কন্‌সপিরেসি, বলে মন্ত্রী দেহের হাল গাড়ির আসনে ছেড়ে দিলেন।

সার্জেণ্ট ড্রাইভারকে নরম গলায় বললেন, যাও, আর গোল মাল কোর না, যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে চলে যাও। তোমার চাকরির মায়া নেই !

না, স্যার, আমি ত কেরানী নই, ড্রাইভার, আমাদের লাইনে চাকরির অভাব নেই।

এভাবে গাড়ি ফেলে পালালে তোমার জেল হয়ে যাবে যে।

ড্রাইভার গাড়ির আসনে এসে বসতেই মন্ত্রী মহোদয় বললেন, অকৃতজ্ঞ বেইমান।

ড্রাইভারের সাহসও কম নয়, সে বললে ; আপনিও।

হোয়াট !

হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনিও।

জানো, তোমাকে আমি নিজে হাতে তুলে এনে স্টিয়ারিং-এ বসিয়েছি !

সে, আমার হাত ভাল বলে। একশো কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ মাইল স্পিডে কে আপনার গাড়ি চালাবে! ক'জন ড্রাইভার কলকাতায় আছে। আমি মিনি চালালে, এর চেয়ে বেশি রোজগার করব। দিন নেই রাত নেই আপনার হোল ফ্যামিলির খিদমত খাটছি, মাইনে পাঁচশো, উপরি জুতো ঝ্যাটা লাঠি।

খুব লম্বা-চওড়া বাত হয়েছে তোমার দাঁড়াও, ফিরে আসি।

ফিরে আর আসতে হচ্ছে না, এবারে পাবলিকেই খতম করে দেবে। মেয়ে মানুষের যৌবন, আর নেতাদের গদি, এক জিনিস।

আমি সে ফেরার কথা বলছি না গাধা। আজ ফিরে আসি, তারপর তোমাকে দেখাব কত ধানে কত চাল।

ভয় দেখালে ভিড়িয়ে দোব স্যার। স্টিয়ারিং আমার হাতে।

মন্ত্রী গুম মেরে গেলেন। আমি বললুম বলুন স্যার, মধু হখসরন্তি সিন্ধবঃ, মার্ধ্বিনঃ সন্তোষধীঃ। মন্ত্রী মহোদয় দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, ধ্যাততেরিকা মধু। রাখ তোমার মধু।

ওভারটেক করা মন্ত্রী আগেই এসে পড়েছেন। সাদা অ্যামবাসাডার এক পাশে বিশ্রাম করছে। যে পতাকা নিয়ে এত

গোলমাল, সেই পতাকা গাড়ির ঠোঁটে নেতিয়ে পড়ে আছে। আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের পরাজয় মানে, আমাদের পরাজয়।

মাথা নিচু করে হাঁটছি।

কানের কাছে মন্ত্রী ফাটলেন। বোমা ফাটার মতই ব্যাপার।

দাঁত খিঁচিয়ে বললেন এ কোথায় নিয়ে এলে, এটা ত টয়লেট।

মাথা নিচু করে হাঁটার পরিণাম। নেতাকেই সবাই অনুসরণ করে, নেতা যে এতক্ষণ আমাকেই অনুসরণ করছিলেন, জানব কি করে! ইতিমধ্যে কর্মকর্তাদের একজনের টনক নড়েছে। তিনি ছুটতে ছুটতে এলেন, এদিকে স্যার, এদিকে।

গোটা তিনেক দরজা ঠেলে, আমরা শীতপ্রধান এলাকায় রাগপ্রধান মানুষটিকে নিয়ে প্রবেশ করলুম। রাস্তায় দেখেছি, ঠ্যালা চেপে প্যাকিং বাকস চলেছে, গায়ে লেবেল সাঁটা। তীর চিহ্ন, দিস সাইড আপ সতর্ক বাণী,গ্লাস হ্যাণ্ডল উইথ কেয়ার। আমরা অনুরূপ একটি গোলগাল মানুষকে যে ঘরে এনে ফেলেছি, সেটি হল মেক আপ রুম।

বিজেতা মন্ত্রী মহোদয় আয়নার সামনে বসে পড়েছেন। জনৈক মেক আপ-ম্যান তাঁর মুখমণ্ডল নিয়ে বড়ই ব্যস্ত। ঘষা মাজা চলেছে। পোড়া হাঁড়ি মাজার কায়দায়। নানা রকম মলম মালিশ করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে পাউডারের প্রলেপ পড়ছে। গায়ে একটা ছাপকা ছাপকা গাঢ় রঙের পাঞ্জাবি। আমাদের পাড়ায় একজন দাদের মলম ট্রেনে ট্রেনে বিক্রি করতে বেরোবার সময় এই রকম আলখাল্লা ধরনের জামা

পরেন। মানুষের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করার জন্যে দাদের মলম, আর রাজনীতি প্রায় একই বস্তু। দুটোই চুলকুনির ওষুধ। সারুক না সারুক, লাগিয়ে যাও।

বিজিত মন্ত্রী মহোদয় মুখটাকে তোলো হাঁড়ির মত করে আর একটা চেয়ারে বসলেন। বেশ বোঝাই গেল দু'জনে বিশেষ সদ্ভাব নেই। উনি বোধহয় রাজনীতির সুতো টানাটানিতে ইদানীং শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। ডানপাশে এলিয়ে পড়ে একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, দেরি করে ফেলেছেন দাদা, গাড়ি ব্রেকডাউন হয়েছিল বুঝি।

আমাদের মন্ত্রী কোনও জবাব দিলেন না। আয়নায় নিজের মুখের দিকে রাগরাগ চোখে তাকিয়ে রইলেন। পারলে চড় কষাতেন।

মেক আপ ম্যান বললেন, এই সাদা পাঞ্জাবি চলবে না।

মন্ত্রী দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, বাপ চলবে।

মেক আপ ম্যান বললেন, বাপস।

বাঁপাশের মন্ত্রী বললেন, ঠোঁটে একটু লিপস্টিক মাখলে মন্দ হয় না। চিত্রতারকারা মাখেন।

কলার টিভি হলে মাখিয়ে দিতুম স্যার।

আপনাদের এখানে হেয়ার ড্রেসার নেই?

আজ্ঞে না স্যার। আমাদের এখানে সবকিছু ফেসিয়াল। মুখের ওপরেই যত অত্যাচার।

আমার ঝুলপি দুটো ঠিক সেপে নেই। দাড়ি কামাতে গিয়ে ছোট বড় হয়ে গেছে।

আমাদের মন্ত্রী এদিকে বিদ্রোহ করে বসে আছেন, মুখে কিছু মেরেছ কি তোমাকে আমি মেরে তক্তা করে দোব।

মুখটা বড় তেল তেল করছে স্যার।

পুরুষ মানুষের মুখ তেল তেলে-ই হয়। ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। মেক-আপ নেবে মেয়েমানুষ। বুঝেছ ছোকরা। মেয়ে ছেলের মুখে যা খুশি মাখাও।

অনুষ্ঠান পরিচালক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, হাত জোড় করে বললেন, স্যার ক্যামেরার খাতিরে মুখটাকে একটু পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। তা না হলে আলো জাম্প করবে।

আমি আমার ভোটারদের খাতিরেই কিছু করিনি, তুমি আমাকে ক্যামেরা দেখাচ্ছ।

সবাই করে স্যার। রাজ্যপাল, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও হালকা মেকআপ অ্যালাউ করেন। টিভিতে মুখটাই সব। টিভি-র মুখ রক্ষা করুন স্যার।

সরষের তেল ছাড়া আমি মুখে কিছু মাখি না।

একদিন স্যার।

পাশের মন্ত্রী বললেন, আমি কি রকম লক্ষ্মী ছেলে দেখুন, সব মেখেছি। মুখের চেহারাই পালটে গেছে। উঃ মুখে যে কত ময়লাই জমে। আমাদের মুখ নয় ত মুখোশ। আজ রিয়েল চেহারাটা জনসাধারণ দেখবে।

পরিচালক আমাদের মন্ত্রীকে বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার।

মন্ত্রী মহোদয় এবার একটু টসকালেন, ঠিক আছে, সামান্য

একটু লাগাও। আমার সিসটেমটা একটু অন্যরকম, নেচারাস ন্যাচারাল বিইং। বিয়ের সময় মুখে একটু স্নো মেখেছিলুম, সারা রাত ঘেমে মরি।

এখানে ঘাম হবে না স্যার। স্টুডিওতে শীতে কেঁপে মরতে হয়।

নাও নাও, লাগাও, লাগাও।

মেকআপ ম্যান মন্ত্রীর মুখমণ্ডলে যথেচ্ছার শুরু করে দিলেন। সেই গল্পে পড়েছিলুম, রাজা একজনের কাছে মাথা নীচু করেন, তিনি হলেন ক্ষৌরকার। টিস্যু পেপার দিয়ে মুখ ঘষা হচ্ছে। তেল কালিতে কাগজ কালো হয়ে যাচ্ছে। ক্রিম আর পাউডার মাখিয়ে যখন তাঁকে ক্যামেরার উপযুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া হল, তখন তিনি নিজের মুখ দেখে আনন্দে আটখানা। এত রূপ ছিল কোথায়। কলকাতার পলুউশনে চাপা ছিল।

আয়নায় মুখ দেখছেন আর বলছেন, রোজ একটু করে মাখলে বেশ হয়। আহা, এ মুখ বউকে যদি একবার দেখাতে পারতুম।

মেকআপের ভদ্রলোক বললেন, এই তো তৈরি করে দিলুম। সাবধানে নিয়ে যান। কাল সকাল পর্যন্ত ঠিক থাকবে।

অনুষ্ঠান পরিচালক বললেন, পাঞ্জাবিটা স্যার পালটালে বেশ হত। একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি দিচ্ছি, দয়া করে পরুন।

আপনার ওই অনুরোধ আমি রাখতে পারছি না, ভেরি ভেরি সরি। আমি বাউল নই, মন্ত্রী।

সাদায় স্যার ভূতের মত দেখাবে।

শাট আপ।

আচ্ছা, আচ্ছা, অ্যাজ ইউ লাইক।

সদলে দুই মন্ত্রী স্টুডিওতে চলে গেলেন। আমরা ফেউয়ের দল বাইরের অফিস ঘরে বসে রইলুম। সামনে একটা মনিটার। পর্দায় ভেতরের খেলা দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রী রাগ রাগ মুখে গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন। আমার সেই জ্ঞানগর্ভ লেখাটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কাগজ দেখে কেরামতি চলবে না। জীবন্ত আলোচনা। পশ্চিম বাংলার উন্নয়নে সোচ্চার চিন্তা। কোথা থেকে এক মডারেটার ধরে আনা হয়েছে। তিনি খুব কেতামেরে একপাশে কেতরে বসে আছেন। কালো কার বাঁধা একটি করে স্পিকার বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মত করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জামার তলায়, বক্ষসংলগ্ন হয়ে আছে।

ফ্লোর ম্যানেজার অনুষ্ঠান পরিচালনার বিভিন্ন সঙ্কেত বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কলা দেখালে, স্টার্ট। চেটো বুদ্ধদেবের ভঙ্গীতে তুললে, স্টপ। আঙুল দিয়ে লাট্টু ঘোরালে, আলোচনা গুটিয়ে আনুন। সময় শেষ হয়ে আসছে।

মডারেটার তেড়েফুঁড়ে ভূমিকা করলেন। পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি আর লজ্জাবতী বধূর মত মুখ ঢেকে নেই। আধুনিকার অসঙ্কোচ পদক্ষেপে, গ্রাম থেকে, জেলা শহরে, শহর থেকে রাজধানীতে, রাজধানী থেকে বিদেশে এগিয়ে চলেছে। উৎপাদন বেড়েছে, রফতানি বেড়েছে, চারিদিকে হই হই পড়ে গেছে।

ভদ্রলোক দ্বিতীয় মন্ত্রীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, কেমন করে আপনারা এই অসাধ্য সাধন করেন, অনুগ্রহ করে বলবেন কি ?

আমাদের মন্ত্রী সরোষে বললেন, ইনসালটিং। আগে আমাকে প্রশ্ন না করলে, আমি ওয়াক আউট করব।

অপর মন্ত্রী ব্যাঙ্গের গলায় বললেন, ওয়াক আউট করাটা অপোজিশানদের একচেটে কাজ। নিজের ভূমিকা ভুলে যাবেন না। মনে রাখবেন, বসে আছেন ট্রেজারি বেঞ্চে। আপনার অবশ্য দোষ নেই, কোয়ালিশানে না এলে, চিরকালই আপনাকে অপোজিশান বেঞ্চে বসতে হত।

ফ্লোর ম্যানেজার প্রোডিউসার দু'জনেই ধেই ধেই করে নাচছেন, স্টপ স্টপ।

আমাদের মন্ত্রী আসন ছেড়ে উঠে পড়েছেন। সদর্পে ওয়াক আউটের জন্যে প্রস্তুত। দ্বিতীয় মন্ত্রী ট্রেজারি বেঞ্চে বসে চিৎকার করছেন—শেম শেম।

অনুষ্ঠান পরিচালক বিব্রত মুখে বললেন, স্যার, এ এসেমব্লি নয়, টিভি স্টুডিও।

আমাদের মন্ত্রী বললেন, আমার একটা প্রেসটিজ আছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রী বললেন, আমারও আছে।

আপনার দপ্তর ছোট, বনবিভাগ আমার দপ্তর, শিল্প।

বন বিভাগ ছোট ? হাসালেন দাদা। পশ্চিমবঙ্গের অরণ্য ভূমির মাপ জানা আছে মন্ত্রী মহোদয় ?

পশ্চিমবাঙলার ছোট বড় শিল্পের সংখ্যা কি আপনার জানা আছে।

আরে মশাই, শিল্প বড় না, অরণ্য বড়। কাঁচা মাল না দিলে আপনার শিল্প ত লাটে উঠবে।

পরিচালক বললেন, ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে স্যার।

আমাদের মন্ত্রী এক দাবড়ানি দিলেন, চুপ করুন আপনি। আমাদের ব্যাপার, আমাদের ফয়সালা করতে দিন।

তা হলে, আপনাদের এই তরজাটাই রেকর্ড করে নি। জমবে ভাল।

স্টেশান ডিরেকটার ছুটে এলেন। এ সমস্যার কি সমাধান। এ ত নির্বাচনের আগে, আসন ভাগাভাগির চেয়েও জটিল ব্যাপার।

ফ্লোর ম্যানেজার বললেন, কোরাসে উত্তর দিলে কেমন হয়। সমবেত সংগীত যখন হয় সমবেত প্রশ্নোত্তর কেন হবে না।

যেমন ধরুন, প্রশ্ন যদি হয়, পশ্চিমবাংলার এই অভূতপূর্ব উন্নতি কি ভাবে সম্ভব হল? ওঁরা দু'জনেই একসঙ্গে উত্তর দিলেন, আমাদের সুশাসনে।

আমাদের মন্ত্রী কটমট করে তাকিয়ে বললেন, ইয়ারকি হচ্ছে? মন্ত্রীর সঙ্গে ইয়ারকি। জান তোমার চাকরি খেয়ে ফেলতে পারি।

পারেন স্যার, তবে বদহজম হবে।

অ্যাঁ কি বললে?

স্টেশান ডিরেকটার বললেন, আচ্ছা, ফাঁপরে পড়া গেল দেখছি।

দ্বিতীয় মন্ত্রী পা নাচাতে নাচাতে বললেন, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, মধু ত আমার অরণ্যসম্পদ।

আমাদের মন্ত্রী বললেন, তোমার বাপের সম্পদ।

অবজেকসান, অবজেকসান, মাননীয় স্পিকার, ও এটা তো আবার অ্যাসেমব্লি নয়।

আমাদের মন্ত্রী নিজেকে সংযত করে বললেন, মধু দু'রকমের, এক, বনের মধু, সেটা মধুই নয়, তার ওপর আমার কোনও কন্‌ট্রোল নেই, দুই, চাষের মধু, সেটাই হল আসল মধু, গ্রামীণ শিল্পের মধু। ইচ্ছে করলে আমি উৎপাদন বাড়াতে পারি, আমি উৎপাদন কমাতে পারি।

ওঃ রাজা ক্যানিউট রে। দিস ফার অ্যাণ্ড নো ফারদার।

শুনলেন। আপনারা শুনলেন।

ডিরেকটার বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, হাড়ে হাড়ে টের পেলুম, বাঘ আর গরুকে একঘাটে জল খাওয়াবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

দুই মন্ত্রী কোরাসে বললেন, কে বাঘ, কে গরু।

কোরাস ছেড়ে, ইনি বলেন, আমি বাঘ, উনি বলেন, আমি বাঘ।

ইনি বলেন, ওটা গরু, উনি বলেন, ওটা গরু।

ডিরেকটার বললেন, আপনারা, দুজনেই বাঘ, আর একই জঙ্গলে, দুটো বাঘ থাকতে পারে না। প্রোগ্রাম, ক্যানসেলড্।

॥ ছয় ॥

ঘাড় চুলকে, মুখ কাঁচুমাচু করে একদিন বলেই ফেললুম,

স্যার, আমার একটা প্রমোশান দীর্ঘ দিন দরকচা মেরে রয়েছে, পাকছেনা, ফাটছেনা, বসছেনা। বড় কষ্ট পাচ্ছি।

মন্ত্রী মহোদয় সবে খানাপিনা সেরে এসেছেন। মেজাজে বসন্তের বাতাস বইছে, কোকিল ডাকছে কুহু সুরে। দাঁত খোঁচাটা ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দিয়ে বেশ ভাবুক ভাবুক মুখে বললেন, কোন্ হারামজাদা চেপে রেখেছে?

জানি না স্যার।

অপদার্থ। জেনে, আমাকে জানাও। কমপ্রেস আর তোকমারি একসঙ্গে লাগাতে হবে। তোমার তিন হাজার টাকা মাইনে হওয়া উচিত।

বুকটা কেমন করে উঠল। তিন হাজার মাইনে হলে, রোজ মাছ খাব। চারা নয়, বেশ পাকা পোনা। সকাল বিকেল। সপ্তাহে তিন দিন মুরগী চালাবো। রোজ সকালে হাফবয়েল, পুরু মাখন দিয়ে দুপিস রুটি। রাতের দিকে বাড়িতেই একটু ঢুকু ঢুকু। গালগলায় তিনথাক মাংস নেমে যাবে। আর ইডেনে আগাছার জঙ্গলে বসে যে ইভটিকে গত তিন বছর ধরে বলে আসছি—একটু অপেক্ষা কর, একটু অপেক্ষা কর, সবুরে কাবুলী মেওয়া ফলে, তাকে টেনে তুলে আনব ঘরে। সেই অভাগীর জন্যে কম রোদে পুড়েছি, জলে ভিজেছি। কাকে ব্রহ্মতালুতে বড় বাইরে করে করে, উত্তাপে চাকতিমাপের একটা টাকই তৈরি করে দিলে। সে দিন অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে বসে দুজনে হাতে হাত রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি আর তারা গুনছি, এমন সময় কে একজন প্রেমঘাতক ঝোপের ওপাশে ছোঠ বাইরে করতে

লাগল। কি তার তেজ? আখের রস, কি বীয়ার খাওয়া মাল। পিঠ ফুঁড়ে যাচ্ছে। ওঠার উপায় নেই। এমনভাবে বসেছিলুম দু'জনে, আইনের ভাষায় যাকে বলে, কমপ্রোমাইজিং পজিশান। কলকাতার মানুষের তো কোনও আক্কেল নেই। হত হাইডপার্ক। এ শহরে হাইডিং হাইডিং চলে সব কেবল হাইডপার্কটা নেই। সেই প্রথম শীতের রাতে ভূতঘাটে গিয়ে ছোটবাইরে স্নাত প্রেম-কান্তিকে গঙ্গাবারি ধৌত করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরলুম। বাড়িতে প্রশ্নবান, ভিজে এলি কোথা থেকে? প্রেমে আর রণে অণৃত ভাষণ অ্যালাউড। অম্লান বদনে বলতে হল, রিটারনিং ফ্রম বার্নিং ঘাট। এক সহকর্মী হঠাৎ পটল তুললেন। এই ত মানুষের জীবন মা। এই আছে এই নেই। মা অমনি কোথা থেকে এক মুঠো নিমপাতা এনে বললেন, চিবিয়ে খা। রাত সাড়ে দশটার সময় বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে প্রেমানন্দে নিমপাতা চর্বণ। অহো, এই বদান্য মন্ত্রীমহোদয়ের জাঁকে সেই প্রেম এবার কার্বাইডপাকা হবে। রাতে বাড়ি ফিরে আর নিমপাতা নয়, স্ত্রীর সেবা। লং লিভ এই গবরমেণ্ট।

তা হলে?

বলুন স্যার?

খুশি ত। প্রোমোশান হোক না হোক, তোমার ইভ্যালুয়েশন হয়ে গেল। তিন হাজার। তিন হাজারের এক পয়সাও কম নয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বড় আনন্দ হচ্ছে।

তবে আর কি এই আনন্দেই একটা কাজ করে ফেল।

বলুন স্যার। আপনার জন্যে আমি সব পারি। আই

লাভ ইউ। আর একটু হলেই ডার্লিং শব্দটা বেরিয়ে পড়ছিল। কি দুঃসাহস আমার।

মন্ত্রীমহোদয় অবাক হয়ে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, অবাক করলে ছোকরা। আমাকে তুমি প্রেম নিবেদন করছ। আমাকে সবাই দুর্বাসা বলে। কত কি যে ভস্ম করেছি। আচ্ছা, শোনো, একটু গোবরের খবর নাও ত।

গোবর স্যার।

হ্যাঁ স্যার। দুটো জেলা আগে ধর হুগলী আর চব্বিশ পরগণা। দুটো জেলায় কত গোবর উৎপাদন হয়।

গোবর আবার উৎপাদন হয় নাকি। সে ত গরুতে ঘ্যাস ঘ্যাস করে নাদে।

গর্দভ? সেটাও একটা উৎপাদন। তুমি করবে কি, লেটেস্ট সেনসাস থেকে ক্যাটল পপুলেশানটি বের করবে। করে, একটা স্যাম্পল সারভে করবে।

সে আবার কি জিনিস?

তুমি প্রত্যেক জেলায় টেন পারসেণ্ট গরুকে মিট করবে। গরুর মালিককে জিজ্ঞেস করবে, আপনার গরু দিনে কতবার মলত্যাগ করে। এক এক গরুর, এক এক হ্যাবিট। দেখবে মানুষের মতই। আমার যেমন।

আপনার গরু আছে স্যার?

তুমি এক গরু। আমি মানে আমি। আমার সকালে একবার, রাত্রে একবার। তোমার কবার?

আজ্ঞে, আমার বারবার।

তোমার অ্যামিবায়োসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস আছে।

ওই স্যার তিন হাজার টাকা হলে রোজ চিকেন ব্রথ খাব, ঠিক হয়ে যাবে। হবে ত স্যার!

অ, সিওর। তা গরুরও ওই রকম। তুমি একটা অ্যাভারেজ করবে। অ্যাভারেজে এল হয়ত ওই জেলার গরু দিনে চারবার করে। এইবার তুমি কি করবে?

কি স্যার?

যে কোনও একটা গরু, মোটামুটি স্বাস্থ্যবান গরুর পেছু নেবে। অ্যাজ ইফ তুমি একটা ষাঁড়। ফলো করতে করতে, ফলো করতে করতে, যেই সে ঘ্যাস করে করল, অমনি তুমি স্যাম্পলটা কালেক্ট করে নিলে।

ঘেন্না করবে স্যার।

অ্যাঃ ঘেন্না করবে। ওরে আমার ঘুঁটেকুড়নীর ব্যাটা।

মন্ত্রী মুখ ভেঙালেন। তৎক্ষণাৎ রইল তোর চাকরি বলে উঠে আসতে ইচ্ছে করছিল। স্রেফ তিন হাজার টাকার গাজরের লোভে জেনুইন গাধার মত হাসি হাসি মুখে বসে রইলুম।

পশ্চিম বাংলার সব বাঙালী মেয়েই এক সময় ঘুঁটে দিত। ঘুঁটে না দিলে শাশুড়ীরা গালে নিমঠোনা মারত।

নিমঠোনা কি জিনিস। জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরবে।

আমার মা স্যার ঘুঁটে দিতেন না।

তাঁর মা দিতেন। যত অতীতে পেছবে, দেখবে গরু আর ভড়ভড়ে গোবর। গোবরেই না আমাদের মত পদ্ম ফুটেছে। খোঁজ নিয়ে দেখ, তোমার ঠাকুর্দা মৃত্যুর আগে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তোমরা কি জমিদার ছিলে?

না স্যার, জমিদাররা কি চাকরি করে।

আমরা ছিলুম। আমার ঠাকুর্দা সঙ্গে গোবরের গুলি নিয়ে ঘুরতেন। এ পকেটে গোবরের গুলি, ও পকেটে আফিমের গুলি। একটা করে পাপ কাজ করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একগুলি গোবর, একগুলি আফিম মুখে পোস্ট করতেন। এখন তিনি স্বর্গে ডেলিভারি হয়ে গেছেন।

তোমার মাথায় কি আছে?

আজ্ঞে বুদ্ধি।

তুমি বুঝি তাই মনে কর? গোবর আছে গোবর।

না, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। (না বললেই তিন হাজারের স্বপ্ন ফুস্)

আচ্ছা, গোবরটা তুমি কালেক্ট করলে। করলে ত?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইবার ওজন কর। ধরো দু' কেজি হল। তা হলে কি হল, টোটাল গরু ইনটু টু ইজইকোয়ালটু টোটাল অ্যাভেলেবিলিটি অফ কাউডাং ইন দি ডিসট্রিক্ট। ক্লিয়ার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্লিয়ার।

তা হলে, বেরিয়ে পড়।

আজই স্যার?

না, কাল থেকে তোমাকে সাত দিন সময় দেওয়া হল।

গোবর কি হবে স্যার? ঘুঁটে ইনডাস্ট্রি!

তোমার মাথা! গোবর গ্যাস তৈরি হবে। সেই গ্যাসে গ্রামের ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে, রান্না হবে। মাঠে সার হয়ে ফিরে যাবার আগে, টন টন গোবরের কাছ থেকে আমরা গ্যাস টুকু আদায় করে নোব। একে বলে প্ল্যানিং। পশ্চিমবাংলাকে দেখিয়ে দোব, আমরা কি করতে পারি, আর কি পারি না। এক মাসের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্তত ছটা গোবর গ্যাস প্ল্যাণ্ট আমি বসাবোই। সেণ্টার প্রচুর টাকা স্যাংসান করেছে। সে টাকা ফিরে না যায়। দেশের মানুষ কাজ চায়, কাজ। শুধু গলাবাজিতে কিছু হয় না।

মন্ত্রীমহোদয় ফোন তুলে বললেন, কানাইকে দাও।

ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, হিসেবে কোনও কারচুপি কোর না, তাহলেই প্ল্যান ভেস্তে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যাবে। এ ব্যাপারে তোমাকে ডি এমরা সাহায্য করবেন।

ফোন বেজে উঠল।

কে কানাই? আমার ছকটা দেখলে! দেখেছো? কি বললে, মঙ্গল। হ্যাঁ হ্যাঁ মঙ্গল অমঙ্গল করবে? রাসকেল! না না, তুমি রাসকেল নও, ছ্যাট ব্লাডি মঙ্গল। তা ও ব্যাটাকে একটু ঠাণ্ডা কর। গাড়ি চাপা বন্ধ করব? এবার তুমি রাসকেল। ইলেকসান এসে গেল। এখন ত ঘুরতেই হবে। লাল? হ্যাঁ হ্যাঁ লাল। না, একটা লাল কলম ছাড়া আর কিছু নেই। ইডিয়েট! লাল ল্যাঙোট পরতে যাব কোন দুঃখে! আমি কি কুস্তিগির। না,

তোমার বউদির ঠোঁটে লাল নেই? ঘরে? দাঁড়াও দেখি? হ্যাঁ হ্যাঁ চেয়ারের গদি লাল বটে। হ্যাঁ হ্যাঁ এখুনি ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই করে দিচ্ছি। জানিনা কোন রাসকেলের কাজ, সে ব্যাটার চাকরি খাব। কি বললে, খাওয়া দাওয়া কম করব! ইডিয়েট! আমি চাকরি খাবার কথা বলছি। চাকরি খেলে গলায় কাঁটা ফুটবে কেন? একি চারা পোনা ভেবেছ? না না, ইলেকসান পর্যন্ত বোনলেস ভেকটি আর চিকেনেই চালিয়ে নোব। ফিরে আসছি ত? আসছি। তোমার মুখে ফুলচন্দন? কি বললে, মারা না গেলে মৃত্যুর কথা আসছে কেন? আজই থরো চেক আপ, অ্যাকসিডেন্ট! মরেছে? গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, ও গাড়ি! গেরুয়া রঙের গাড়ি পাব কোথায়? পলা? হ্যাঁ হ্যাঁ পলা তো আমার আঙুলেই আছে। কত বড়? একটা বড় সাইজের সুপুরির মত? ও, রাস্তায় বেরোবার সময় প্রথমে ডান পা ফেলব, তাই ফেলবো যদি মনে থাকে।

মন্ত্রীমহোদয় ফোন নামিয়ে রাখলেন।

তাহলে স্যার সাতদিন আপনার কাজে আমাকে যাতে ছাড়া হয় অফিসকে একটু বলে দেবেন।

কিইই?

মন্ত্রীর বিস্ফোরণ।

আমার কাজে অফিসের অনুমতি? আমি বড় না অফিস বড়?

আজ্ঞে আপনি।

যদি প্রশ্ন করতেন, আমি বড় না ঈশ্বর বড়? আমি বলতুম

আপনি। সামান্য তেলে যদি তিন হাজারের মাচায় একবার উঠতে পারি, আমাকে আর পায় কে? সেই সিগারেটের বিজ্ঞাপন—মিনস্টার মে কাম, মিনস্টার মে গো, আমলাজ উইল গো ফর এভার।

মন্ত্রী বললেন, তুমি যাবে, যদি কেউ কিছু বলে, কান ধরে আমার কাছে টেনে আনবে। যাও। আভি নিকালো।

দুর্গা, শ্রীহরি বলে বাঘের সামনে থেকে সরে পড়া গেল। বেশি কচলালে লেবু তেতো হয়ে যায়। বেশি তেলে হড়হড়ে। হড়কে বেরিয়ে যাবে। সাপ নিয়ে খেলা। ওঝার মৃত্যু সাপের হাতে। এই গোবরেই না গেঁজিয়ে যাই। প্রকৃতই যদি ষাঁড় হতে পারতুম, তা হলে গরুর খবর আমার চেয়ে, কে আর ভাল জানত? আহা মানবসন্তান না হয়ে যদি কোনও গোমাতার গর্ভে একটি এঁড়ে হয়ে জন্মাতুম।

॥ সাত ॥

হুগলী এক বিশাল জেলা। গরু সমীক্ষায় এর কোন অংশে ল্যাণ্ড করব ভেবেই পেলুম না। মাথায় ধরব, না পায়ে ধরব, না হাতে ধরব! এত বড় একটা কাজ! ধান নয়, গম নয়, গোবরের প্রাপকতা?

বিমল বলেছিল, গরু না হলে কেউ গোবরের কথা এত ভাবে! পাড়ার একটা গরু ধর। পেটে গোটাকতক ঘুষি মার। মাল অটোমেটিক পড়বে। তাকিয়ে দেখ। চোখের দেখায় ওজন পেয়ে যাবি।

গোবর সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই রে। হিসেবে সামান্য ভুল হলেই আমার বারোটা বেজে যাবে।

তা হলে মর।

মরতে হলে ডি এম এর কাছেই মরা ভাল। সকাল এগারোটার সময়ে ডি এমের দপ্তরে হাজির। মানুষটি ভাল। ভেবেছিলুম খ্যাঁক করে উঠবেন। না, বেশ হেসে হেসেই বললেন, ভদ্রলোকের ছেলে, এ কি গেরো বলুন তো।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। গোবর যে এত মূল্যবান কে জানত! আপনি, আমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারেন?

কোনও ভাবেই নয়। সামনে নির্বাচন, আমাদের দম ফেলার ফুরসত নেই। যা-পারেন, নিজে করুন। উইশ ইউ গুডলাক।

কি ভাবে কি করা যায়! মন্ত্রী বলেছেন টেন পারসেণ্ট গরুর গোবর চেক করে একটা অ্যাভারেজ বের করতে হবে।

আপনি যেমন আপনার মন্ত্রীও তেমন। হতেছে পাগলের মেলা খ্যাপাতে খেপীতে মিলে। আমরা মরছি আমাদের জ্বালায় রোজ তিন চারটে করে পলিটিক্যাল লাঠালাঠি হচ্ছে। মাঠে-ঘাটে মানুষের লাশ গড়াচ্ছে, সেই সময় আপনি এলেন গোবর গণেশ হয়ে। সাতসকালে আর জ্বালাবেন না ত!

কানে আঙুল দিয়ে বসেছিলুম। পতি নিন্দা শোনাও পাপ। আহা, ওই হল আর কি। তুমি হো পিতা, তুমি হো মাতা, সখা তুমি হো, কি যেন একটা গান আছে এইরকম। জেলা অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। একেবারে পণ্ডশ্রম হল,

তা বলব না। এইটুকু বোঝা গেল গণ্ডায় আণ্ডা মেলালে জেলা অফিস ক্যাঁক করে চেপে ধরবে না।

দোকানে চা খেতে খেতে মাথায় একটা মগজের ঢেউ খেলে গেল। শ্রীরামপুরের কাছে আমার এক বন্ধু আছে। জমিদারের ছেলে। সেই সুসিতের কাছে গেলে সমস্যার হয়ত সমাধান হবে। ওদের গোটা-কতক গরু আছে। সুসিত কি এই সময়ে বাড়ীতে থাকবে! দেখা যাক চেষ্টা করে।

সুসিত বাড়িতেই ছিল। সবে চান সেরেছে। খেতে বসবে আর কি! একটা পাঁচের ট্রেন ধরে কলকাতায় আসবে। ব্যবসা করে। স্বাধীন মানুষ। আমাদের মত গোলাম নয়।

সুসিত বললে, আমাদের তিনটে গরু আছে তবে তারা ত সব জার্সি।

সে আবার কি? জার্সি ত ফুটবল খেলোয়াড়রা পরে।

আরে, না রে বাবা, জার্সি হল বিলিতি গরু। এক এক বারে পনের কেজি দুধ নামায়।

তা নামাক। প্রাতঃকৃত্য করে ত।

তা করে। তবে কোয়ান্‌টিটি দিশি গরুর মত হবে না। সায়েব গরু ত, সায়েবের মত সিসটেম। একটু কম করে।

তুই ভাই আমাকে বাঁচা। একটু করতে বল, ওজনটা দেখতে হবে। তারপর একটু এদিক সেদিক করে নিলেই বিলিতি গোবর, দিশি গোবর হয়ে যাবে।

তা হলে অপেক্ষা কর, করলেই আমি খবর পাঠাতে বলছি।

তোর দাঁড়িপাল্লা আছে?

সে ব্যবস্থা হবেখন।

সুসিতের কলকাতায় যাবার বারোটা বেজে গেল। দু'জনে ভরপেট খেয়ে বৈঠকখানায় বসে আছি। কখন গরু দয়া করে একটু করবে। বেলা প্রায় তিনটে বাজল। বিকেলের চা এসে গেল।

কি রে সুসিত, তোর গরুর কি হল?

দাঁড়া দেখে আসি।

সুসিত ফিরে এসে বললে, গরুর বোধহয় কনসটিপেশান হয়েছে মাইরি।

সে কি রে?

খাচ্ছে কিন্তু ছাড়ছে না।

তা হলে দুধেও কনসটিপেশান বল?

না, তা নয়, দুধটাত গ্ল্যাণ্ডের ব্যাপার।

তা হলে কি হবে?

তোর ত সাতদিন সময় আছে। আজ বরং সন্ধ্যের দিকে জোলাপ খাইয়ে রাখি। তুই কাল সকালের দিকে আয়।

জোলাপের দাস্তে ত হিসেব মিলবে না রে?

আরে বিলিতি, জোলাপ খেয়ে যা করবে, দিশি তা এমনি করবে।

হঠাৎ ভেতর বাড়িতে উল্লাসের ধ্বনি শোনা গেল, করেছে করেছে। শিশু-কণ্ঠের চিৎকার, মেজকা গরু পায়খানা করেছে, শিগগির এসো, শিগগির এসো।

আমরা দু'জনে শেষ চুমুকের চা ফেলে দৌড়লুম। সুসিতের

গোয়ালে ফন্ ফন্ করে পাখা ঘুরছে। তিনটে অদ্ভুত চেহারার জন্তু বাঁধা রয়েছে!

সুসিত, এরা কি সত্যিই গরু?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সায়েব গরু। দেখছিস না, গোয়ালে পাখা ফিট করেছি।

তিনটে গরুর মেমসায়েবের মত নাম, শেলি, রুবি, লিলি। শেলি নেদেছে। একপাশে পোয়াটাক মাল পড়ে আছে।

সুসিতের মা বললেন এ গরুর বাবা একটাই দোষ, একে বারে বিলিতি স্বভাব। দুধ বেশি গোবর কম। তেমন ঘুঁটে হয় না।

তা মাসিমা, দিশি গরু এক একবারে কতটা করে দেয়?

কি দুধ?

আজ্ঞে না গোবর।

তা ধরো তিন চার কেজি ত হবেই।

দিনে কবার?

সে বাবা এক এক গরুর এক এক স্বভাব। আমার এই মেজো ছেলে সুসিত, দিনে সাত-আটবার···সুসিত বললে, আঃ, মা, হচ্ছে গরুর কথা, তুমি আমাকে ধরে টানাটানি করছ কেন?

টানাটানি করব কেন? আমি বলছি, মানুষের মতই কোনও গরু সকাল সন্ধ্যে দু'বার ঠিক তোর বাবার মত। কোনও গরু তোর মত বার-বার।

ল অফ অ্যাভারেজ সাধে শিখেছি। যার কল্যাণে টাটা বিড়লার রোজগার আমাদের ঘাড়ে চেপে পারক্যাপিটা ইনকাম

হয়ে যায়। ল অফ অ্যাভারেজে সুসিতের বৈঠকখানায় বসে বেরল, গরু দিনে চারবার করে, এক একেবারে তিন কেজি। এই বার সেনসাস রিপোর্ট দেখে গরুর সংখ্যা বের করে মারো গুণ। যদি হাজার দশেক গরু থাকে, হাজার ইনটু বারো, ইনটু দশ। বাপস হুগলী ত গোবরে নেবড়ে আছে রে বাবা!

সুসিতের ওখান থেকে বেরোবার পর বেশ খুশি খুশি লাগল। একটা ফর্মুলা আয়ত্তে এলে অঙ্ক কষা সহজ হয়ে যায়। পরীক্ষায় ফেল করার ভয় থাকে না। এখন আমি সব জেলার গোবর সেকেণ্ডে বের করে দিতে পারি। গরু গুণিতক বারো সমান সেই জেলার গোবর। আর আমাকে পায় কে! আ-যাও মেরা মন্ত্রী! তিন হাজার আমার হাতের মুঠোয়।

শ্রীরামপুরের বাজারে ফাস্টক্লাস আম উঠেছে। পেয়ারাফুলির দেশ। পেয়ারাফুলি ছাড়াও, তাজা ল্যাংড়ার ছড়াছড়ি। তিন হাজার ত হবেই। খোদ মন্ত্রী হামারা হাত কা মুঠি ঠমে। সারা পশ্চিমবাংলার গোবরের হিসেব আমার বুক পকেটে। আয় শালা লড়ে যাই।

বেশ তাজা ল্যাংড়া নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গৃহপ্রবেশ। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাতাসে বসন্ত ছেড়েছে। যদিও এখন বসন্ত নয়, বর্ষা এলো বলে। মেজাজ ভীষণ খুশি খুশি। পুরনো দেয়ালের সব প্ল্যাস্টার ফেলে দোব। নতুন প্ল্যাস্টারে সবুজ ডিসটেম্পার বিজলীর আলোয় মিটি-মিটি হাসবে। নহবতের সুরে রাঙা শাড়ি পরে তিনি আসবেন। তিন হাজার। কিন্তু কোন্ পোস্টে তিন হাজার মাইনে হবে! খোদ বড়-কর্তারও ত তিন

হাজার হয় না। হয় কি? কে জানে বাবা! সে মন্ত্রী বুঝবেন। দ্যাটস নট মাই হেডেক।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল, রাত প্রায় এগারোটা। গরমের রাত, পাড়া তাই সরগরম। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি। খাবার ঘরে এখনও হল্লা চলেছে। মা আছেন, আমার বোনটা আছে। দেখে এসেছি জানালায় চেন দিয়ে বাঁধা আছে আমাদের মাস তিনেক বয়েসের কুকুর, টম। আমার বোন কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। অ্যালসেসিয়ান বলে এনেছিল, নেড়ীও হতে পারে।

ওপাড়ায় খুব একটা মজা চলেছে। মাঝে মাঝে হাসিতে সব ভেঙে পড়ছে। তিন হাজার এখনও হয় নি। তাইতেই বাড়িতে হাসির ফোয়ারা ছুটছে। হলে কি হবে! সকাল সন্ধ্যে সানাই বাজবে। হঠাৎ আমার বোন ডাকল, দাদা, দেখবি আয়, দেখবি আয়।

দেখার মতই ব্যাপার!

ব্যাটা কুকুর। জন্মে থেকে শুধু ছাঁটই খেয়ে আসছে। সেই মুখে পড়েছে ল্যাংড়া আমের টুকরো। তিন টুকরো খেয়ে সামনে থাবা গেড়ে বসে কান খাড়া করে জিব চোকাচ্ছে। আমার বোন তারিয়ে তারিয়ে আঁটি চুষছে। চেনে বাঁধা তাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না। ভুক্ ভুক্ করছে আর নেচে নেচে উঠছে। জার্মান সায়েব আমের জন্যে পাগল।

আমার বোন আঁটিটা ছুঁড়ে দিল।

কুকুর আঁটিটা মুখ দিয়ে ধরে আর আঁটি পিছলে চলে যায় নাগালের বাইরে।

দাদা, ঠেলে দে, ঠেলে দে।

একবার দিলুম। অাঁটি আবার পিছলে চলে এল।

আবার দিলুম। আবার চলে এল।

অাঁটি তো হাড় নয়। পিচ্ছিল জিনিস। কুকুরটার অবস্থা ঠিক আমার প্রোমোশানের মত। নাগালে আসে, আবার পিছলে চলে যায়। টম আমার মতই খেপে উঠেছে।

বার তিনেক হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়েছি। কুকুরটা ইতিমধ্যেই বদ মেজাজের জন্যে বিখ্যাত। যা করছি দূর থেকে। চতুর্থ বারে, কি ভাবে যেন আমার ডান হাতের চেটোর উলটো পিঠটা তার কামড়ের সীমানায় চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাঁক।

ধরেই ছেড়ে দিল। দিলে কি হবে, ওইতেই যা হবার তাই হয়ে গেল। খানিকটা মাংস কুদলে ওপর দিকে ঠেলে উঠল। হাতের ওপর দিয়ে যেন পাওয়ার টিলার চলে গেল। ওদিকে ল্যাংড়ার চকলা, এদিকে হাতের চকলা।

যে কুকুরকে আম খাওয়ানোর জন্যে সবাই ব্যস্ত হচ্ছিল, তাকে এবার জুতো খাওয়াবার জন্যে সবাই তেড়ে উঠল। সে বেচারা বুঝেছে, কাজটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে। যে হাত তিন হাজার আনবে সেই হাতে কামড়। কোণের দিকে ভয়ে বসে আছে।

এদিকে আমার পুরো হাত চড়চড় করে ফুলছে।

মেরে কি হবে। অন্যায় করে ফেলেছে, অবলা জীব। এত রাতে ডাক্তার পাই কোথায়।

একটিমাত্র ডিসপেনসারি খোলা ছিল। তেমন নামডাকঅলা

কেউ নয়। ঠেকাদেনেঅলা এল এম এফ। পরে এম বি হয়েছেন। বসে বসে সারাদিনের হিসেব মেলাচ্ছিলেন। কমপাউণ্ডার ঝাঁপ বন্ধ করার জন্যে ব্যস্ত।

আমি ঢুকে বলেছি সবে, ডাক্তারবাবু, আমাকে কুকুরে,

দুটো হাত ওপর দিকে তুলে ডাক্তার জাম্প করলেন, ওরে বাপরে, আমি কুকুর নই, ও এখানে হবে না, এখানে হবে না, হাসপাতালে যান, হাসপাতালে যান।

ক্যাশ বাক্স ছেড়ে ডাক্তারবাবু এক লাফে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন। এমন আতঙ্কের কি কারণ বোঝা গেল না। কুকুরের কামড় খাওয়া মানুষ কি খ্যাপা কুকুর! জলাতঙ্ক রোগ ছড়াতে এসেছি! কমপাউণ্ডারবাবুকে, মাস্তানের গলায় বললুম, যা বলছি, তাই করুন। বেশ খানিকটা তুলো বের করুন। ডাক্তারবাবুর চেয়ে সাহসী মানুষ বলেই মনে হল।

নিন চেপে ধরুন। বেশ করে চাপ দিয়ে ফোলাটাকে থেবড়ে দিন।

বিজ বিজ করে শব্দ হচ্ছে। ব্যাটা টম হাতটাকে বেশ জখম করে দিয়েছে।

নিন এবার কার্বলিক ঢালুন। আরে মশাই যন্ত্রনা আমার হবে, আপনি অত কাতর হচ্ছেন কেন? নিন, এবার যে কোনও একটা মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিন।

কমপাউণ্ডারবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, কাল থেকেই তলপেটে চোদ্দটা ইনজেকসান নেবার ব্যবস্থা করুন। জলাতঙ্ক হলে আর বাঁচবেন না।

কালকের কথা কালকে, এখন একটু ট্রেটভ্যাক ছাড়ুন। আর গোটাকতক পেনিসিলিন ট্যাবলেট দিন।

সারারাত যন্ত্রনায় ছটফট। কেন মরতে তিন হাজার টাকার আনন্দে ল্যাংড়া কিনে মরেছিলুম। সকালেই ফ্যামিলি ফিজি-সিয়ানের কাছে দৌড়লুম। তিনি আবার আর এক কাঠি ওপরে যান টিপেটুপে বললেন, এঃ গ্যাসগ্যাংগ্রীন হয়ে গেছে হে। হাতটা না অ্যামপুট করতে হয়।

সে কি?

তাই তো মনে হচ্ছে।

আমি যে লিখে খাই।

বাঁ হাতে অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসে কি না হয়। অনেকে পা দিয়ে লেখে।

তলপেট ফুঁড়তে হবে?

বাড়ির কুকুর তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে প্রয়োজন হবে না।

এরপর যিনিই দেখেন, তিনিই প্রশ্ন করেন, হাতে আবার কি হল।

কুকুরে কামড়েছে!

সর্বনাশ? ইঞ্জেকসান নিয়েছ?

দরকার হবে না। বাড়ির কুকুর।

ওই আনন্দেই মর। কে বলেছে তোমাকে, নিতে হবে না।

আমাদের ডাক্তারবাবু। কিস্যু জানে না।, মানুষ মারা ডাক্তার। পাস্তুরে চলে যাও।

একজন আবার রাস্তার কলের পাশে জমা জল দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি আতঙ্ক হচ্ছে ?

আজ্ঞে না।

আজ না হোক কাল হবে।

হঠাৎ পা মাড়িয়ে দিলেন, উঃ করে উঠলুম।

হঠাৎ পা মাড়ালেন !

না হে পরীক্ষা করে দেখলুম, কেঁউ কেঁউ কর কি না !

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান হাত বুকের কাছে ঝুলছে। গ্যাংগ্রীন শুনেছি, গ্যাসগ্যাংগ্রীন কাকে বলে জানি না। এদিকে গোবরের রিপোর্ট একটা লিখতে হবে। চব্বিশ পরগণার ডি, এমের সঙ্গেও একবার দেখা করা দরকার। বুড়িটা অন্তত ছুঁয়ে রাখতে হবে।

বাসে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হাতে কি হল হে !

কুকুরে কামড়েছে শুনে বেশ যেন আনন্দ পেলেন। আমাকেও কামড়েছিল হে ! ওয়ান্‌স আপন এ টাইম, আই ওয়াজ এ প্রাইভেট টিউটার বলে শুরু করলেন। যে বাড়িতে পড়াতেন, সেই বাড়িতে একটা কুকুর ছিল। শুয়ে থাকত টেবিলের তলায়। একদিন চটি পরতে গিয়ে ন্যাজে পা লাগায়, ন্যাজের অপমানে খাঁক করে কামড়ে দিলে। তারপর ভাই পাস্তুরে গিয়ে ইঞ্জেকসান। এই এত বড় সিরিঞ্জ। লাইনে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছি। সামনের দিক থেকে এক একজন করে যাচ্ছেন, আর চিৎকার করে উঠছেন—বাবারে।

বেয়নট চার্জ শুনেছ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ যুদ্ধে হয়।

এই ইঞ্জেকসানও দেওয়া হয় ওই কায়দায়। দু'হাতে সিরিঞ্জ বাগিয়ে, দূর থেকে ছুটে এসে তলপেটে ফ্যাঁস। আমার সামনে আর মাত্র তিনজন। ভয়ে গা-হাত-পা কাঁপছে। এক-পা এক-পা করে লাইন থেকে সরছি। ইচ্ছে, পাশে সরে গিয়ে দে ছুট। পেছন থেকে একজন বললেন, ব্যাটা পালাচ্ছে! আর যায় কোথায়! সবাই মিলে জাপটে ধরে পেড়ে ফেললে। ওঁরা সকলেই ছিলেন ন্যাজকাটা শেয়াল। আমার ন্যাজটিও কাটিয়ে ছাড়লে ? সে যে কি যন্ত্রণা! তা তুমি কবে নিচ্ছ ?

আমি নোব না। কামড়েছে বাড়ির কুকুর।

নেবে না মানে! আমি এজেন্ট, স্টেট ব্যাঙ্ক, গড়িয়াহাট ব্র্যাঞ্চ বলছি, বাড়িরই হোক আর রাস্তারই হোক ইঞ্জেকসান ইজ এ মাস্ট। কুকুরে চাটলেও আজকাল পাঁচটা নিতে বলে। কাটলে চোদ্দ, চাটলে পাঁচ। এই হল নববিধান।

তিনটে সিট আগের ভদ্রলোক এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনছিলেন, বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন, আজকাল আদর করে চেটে দিলেও নিতে হয়। আরে মশাই দুধ খেতে খেতে বাচ্চা ছেলে অসাবধানে কামড়ে দিলেও নিতে হয়।

দেখতে দেখতে সারা বাস আলোচনায় উত্তাল হয়ে উঠল। পেট ফোঁড়ার পক্ষে আর বিপক্ষে তুমুল তর্ক বিতর্ক। ড্রাইভার রাস্তার একপাশে গাড়ি থামিয়ে পেছন ফিরে বললেন,

আরে মশাই, আমাকে একবার শেয়ালে কামড়েছিল। কিস্যু করিনি। এক গুণীন এসে পিঠে থালা বসিয়ে সব বিষ নামিয়ে দিলে।

ব্যাস আলোচনা ঘুরে গেল, দৈব আর বিজ্ঞানের দিকে।

চব্বিশ পরগণার জেলাশাসক বুকে ঝোলা হাত নিয়ে আমাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, ইলেকসানের আগে আমাকে আর জ্বালাবেন না। এ সব পেটি কেস লোক্যাল থানায় ডায়েরী করিয়ে রাখুন। কোন দলের? রুলিং না অপোজিসান?

অবাক হয়ে বললুম, 'আমি এসেছি মন্ত্রীর গোবরের জন্যে।'

মন্ত্রীর আবার গোবর কি? গোবর তো গরুরই হয়। খাটালে খোঁজ করুন।

আজ্ঞে, মন্ত্রীর গোবর গ্যাস?

ও, এমনি গ্যাসে হচ্ছে না, এবার পাবলিককে গোবর গ্যাস দেবেন! কত খেলাই জান প্রভু—সর্প হয়ে দংশ তুমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ো। তা ডান হাতটা অমন করে বুকে ঝুলিয়েছেন কেন?

কুকুরে কামড়েছে।

যাক, রাজনৈতিক দংশন নয়। যে দংশনে আমরা অষ্টপ্রহর জ্বলছি। ইঞ্জেকসান নিয়েছেন?

আজ্ঞে না, বাড়ির কুকুর ত।

বেশ করেছেন। আমার তিনটে কুকুর। কামড়ে কুমড়ে আমার শরীর ফর্দাফাঁই করে দিয়েছে। সর্ব অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। যেন বুয়োর যুদ্ধ থেকে ফিরে এলুম।

অমন কুকুর পোষার দরকার কি স্যার?

এ আপনি কি বলছেন? এই যে ভোট দিয়ে যাদের ক্ষমতায় পাঠালেন তাঁরা যদি কামড়াতে আসেন, কিছু করার থাকে! যদ্দিন মেয়াদ তদ্দিন কামড়। কুকুরের কামড় সহ্য হয়ে গেছে বলে মানুষের কামড় আর তেমন অসহ্য লাগে না।

সকলে ভয় দেখাচ্ছেন, ইঞ্জেকসান না নিলে জলাতঙ্ক হবে।

হ্যাঃ সব হবে। আমি ডি, এম বলছি, নো ইঞ্জেকসান।

তা হলে গোবর স্যার।

আমাকে গোবর বানালেন? শুনুন, গোবর আছে, গোবর থাকবে, ওইসব অ্যাকাডেমিক একসারসাইজ ইউসলেস।

আমি চব্বিশ পরগণার একটা ফিগার বের করেছি।

আমাকে দিয়ে যান। লিখে রাখি। মন্ত্রী চাইলে সেইটাই সাপ্লাই করব।

যাক্ কোস্ট ইজ ক্লিয়ার। ডি, এমকে বাজিয়ে গেলুম। এখন হাত নিয়ে দিনকতক পড়ে থাকি। সাতদিনের মাথায় হাজিরা দিয়ে গোময় পরিসংখ্যান পেশ করব।

সন্ধ্যে থেকেই ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। টিপটিপ বৃষ্টি। তুমুল ঝড় জল আসছে। বাড়ির সামনে একটা জীপ এসে দাঁড়াল। তিন হাজার এখনও হয় নি, হবে শুনেই ভি আই পি'রা আসতে শুরু করেছেন। তাও কেমন দিনে? ঝড়ের রাতে। কার এই অভিসার।

আমাদের অফিসের ড্রাইভার ইসমাইল জীপ থেকে নেমে এল। বগলে একটা ফাইল।

কে পাঠালেন ?

বড় সায়েব।

ইসমাইল, আমি তো ভাই এখন কিছু লিখতে পারব না। আমার হাতের অবস্থা দেখো। তিন মাসের আগে এ হাতে কলম ধরা যাবে কিনা সন্দেহ !

সে আর আমাকে বলে কি হবে স্যার! আপনি বড় সায়েবকে বলুন।

তড়াক করে লাফিয়ে জীপে উঠে, ইসমাইল কালবিলম্ব না করে চলে গেল। থাকলেই আমার কাঁদুনি শুনতে হবে। কুকুরে কামড়াবার পর থেকেই আমার আচাব আচরণ কিঞ্চিৎ কুকুর কুকুর হয়ে গেছে। করুণ সুরে কথা বলতে গেলে এক ধরনের কুঁই কুঁই শব্দ হচ্ছে। রেগে গেলে গড্‌ড্‌, গড্‌ড্‌। আমার মনে হয় তার আগে থেকেই হয়েছে। যবে থেকে মন্ত্রীমহোদয়ের সান্নিধ্যে এসেছি।

ফাইলটা খুলতেই একটা নোট বেরিয়ে এল। বড় কর্তার হুমকি ঃ

আগামীকাল সকাল সাতটার মধ্যে খাজারামকে চুটিয়ে গালাগাল দিয়ে একটা বক্তৃতা লিখে মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে দেখা করবেন হাসপাতালের লেম্যানস ওয়ার্ডে। জীপ দুর্ঘটনায় আজ সকালে তিনি আহত হয়েছেন। ঠ্যাং ভেঙে গেছে। জরুরি, জরুরি, জরুরি।

খাজারাম সম্প্রতি দল ভেঙে বেরিয়ে গেছেন। তিনি আর একটি দল করেছেন। আলাদা সিম্বল, আলাদা ম্যানিফেস্টো।

নির্বাচনে নামছেন। খুব হম্বিতম্বি করছেন। বড় বড় বোলচাল মারছেন। মন্ত্রীর মত আমারও খুব রাগ। পার্টি কমজোর হয়ে যাচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্বে। ধুনোর আঠা দিয়ে সাঁটা মেয়েদের সেলাইয়ের বাকসের মত সব খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে।

গালাগালের তুবড়ি ছোটাতে পারি। বাদ সেধেছে হাত। ফুলে ফেঁপে ঢোল। তিন হাজারের খেলা। আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়, আমার হাত ফুলে মনুমেণ্ট? বড় অসহায় অবস্থা। ওদিকে মন্ত্রী পড়লেন ঠ্যাং ভেঙে, এদিকে তাঁর কলমচির হাত খাবলেছে নেকড়ে বাঘে। খাজারাম গলাবাজি করছে। আমাদের মন্ত্রীময়োদয়কে ফেরাতেই হবে। নইলে, আমাদের আখেরে কাঁচ কলা।

মাঝ রাতে বৃষ্টি নামল তেড়ে। ঘণ্টা চারেকেই কলকাতা কাৎ। একেবারে কল্লোলিনী কেলেঙ্কারি। সব হাবুডুবু। বক্তৃতা লেখা হয়নি, তার একটা জেনুইন কারণ আছে। না হাজিরা দিলে চাকরি চলে যাবে।

বাসও চলবে না, ট্রাম ত সামান্য বৃষ্টিতেই ঠ্যাং তুলে বসে থাকবে। হাফ প্যাণ্ট পরে জলে নেমে পড়াই চাকরি বাঁচাবার একমাত্র রাস্তা? জল ভেঙে, রিকশা ঠেঙিয়ে যখন হাসপাতালে পৌঁছলুম তখন সর্বাঙ্গে ঝাঁঝি আর কচুরিপানার কুঁচি লেগে আছে। বেশ রোহিত মৎস্যের মত খেলে খেলে এসেছি। ওয়ার্ডের বাইরে একটা বেঞ্চিতে মুখার্জি সায়েব বসে আছেন বিরস বদনে। মালকোঁচা মারা ধুতি ভিজে সপসপে?

স্যার আপনি?

তুমি যদি ফেল কর, মন্ত্রীকে ঠেকাতে হবে ত। তোমার হাতে কি হল ?

আজ্ঞে কুকুরে কামড়েছে।

আঃ, তুমি আবার এই দুর্দিনে কুকুর নিয়ে ছেলেখেলা করতে গেলে। ইলেকসানের পর করলে হত না। যাক, লেখা হয়েছে ?

আজ্ঞে, না।

সে কি ? সারা রাত তাহলে কি করলে তুমি ?

কি করে লিখব স্যার। হাতটা ত অকেজো হয়ে গেছে। ভিজে জামার পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন সাঁ করে। ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে রইলেন, যেন আমি ফাঁসিতে চলেছি।

তোমার মন্ত্রী তুমি সামলাও, আমার কি ?

মন্ত্রী কি স্যার আমার একার ? তিনি সকলের, সারা দেশের ?

ঠিক আছে ? ভেতরে যাও বুঝবে ঠ্যালা ?

কেবিনের বাইরে পুলিস পাহারা। কোথায় যাবেন ?

মন্ত্রী ডেকেছেন। আমার নাম বলুন।

ভেতরে মন্ত্রীমহোদয় চিল চিৎকার করছেন। সাংঘাতিক একটা কিছু হয়েছে। ভেতরে যাবার অনুমতি মিলল।

কি সুন্দর দৃশ্য। ট্রামের ট্রলির মত একটা ঠ্যাং ওপর দিকে তুলে মন্ত্রী আমার শয্যাশায়ী। মাথার দিকে গুরু গম্ভীর চেহারার দু'জন ডাক্তার দু'জন নার্স। পাশের চেয়ারে আমার

মুখ চেনা এক বড় কর্তা। যিনি আমাকে একবার বেলা দেড়টার সময় গরম রসগোল্লা খাবার বায়না ধরে দুপুর রোদে সারা ব্র্যাবোর্ণ রোড চষিয়ে মেরেছিলেন। এক এক মাড়োয়ারী মিষ্টির দোকানে ঢুকি আর জিজ্ঞেস করি, গরম রসগোল্লা হ্যায়? তারা হাঁ করে মুখের দিকে তাকায় আর বলে, রসগুল্লা হ্যায়, লেকিন গরম কাঁহাসে মিলেগা। রাত বারো বাজে আইয়ে।

তিনি এখন খুব আমড়াগাছি করছেন, আপনি যদি বাঁদিকে একটা ডাইভ মারতেন স্যার?

ইডিয়েট? তাহলে ত মরেই যেতুম। মরলে খুব সুবিধে হয়, তাই না? জিপ তো বাঁদিকেই ওল্‌টাল। তাহলে স্যার ডানদিকে মারলেন না কেন?

তাই তো মেরেছিলুম? গিয়ারে পা আটকে লাট খেয়ে গেলুম।

অ্যাকসিডেন্টের আগে যদি নেমে পড়তেন।

মন্ত্রী ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, এই এটাকে বার করে দাও তো। ওই মূর্খটাকে।

পুলিস ছুটে এল, আপনি স্যার বাইরে জান তো, উনি বিরক্ত হচ্ছেন।

গরম রসগোল্লা বেরিয়ে গেলেন।

মন্ত্রী মহোদয় আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। বেশ স্নেহমাখান গলায় বললেন, কি লিখে এনেছ?

আজ্ঞে না স্যার।

হোয়াট? তুমি লেখনি?

আমার হাত গেছে স্যার। কুকুরে কামড়ে দিয়েছে।

ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র ? ও খাজারামের লোক। ওকে পরীক্ষা কর তো।

ডাক্তারবাবুরা বললেন, কোন্ দলের লোক, স্টেথিসকোপ কিম্বা এক্সরেতে ত ধরা পড়বে না। মূর্খ ওর হাতটা পরীক্ষা কর। সত্যিই কুকুরে কামড়েছে কি না ?

একজন নার্স এগিয়ে এসে পড়পড় করে আমার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললেন, স্যার সাংঘাতিক কামড়েছে। সেপটিক মত হয়ে গেছে।

বলো কি ? কার কুকুর কামড়েছে তোমাকে ?

একটু মিথ্যে বললুম, আজ্ঞে হুগলীতে যখন গোবর সারভে করছিলুম, সেই সময় এক গোয়ালের বাইরে একটা বাঘের মত কুকুর শুয়েছিল ? আমি নধর একটি গরুর পেটে হাত দিয়ে যেই বলেছি, মা ভগবতী একটু কর তো, কুকুরটা অমনি লাফিয়ে এসে খ্যাঁক করে কামড়ে দিলে।

ইনএফিসিয়েনসি অফ দি ডি. এম। গ্রস নেগলিজেনস অফ ডিউটিস। আমাকে দেখতে হচ্ছে। ডাক্তারবাবু বললেন, আহা পাটা অমন করে নাড়বেন না স্যার। ওয়েট দেওয়া আছে। ট্র্যাকসান ডিসপ্লেসড হয়ে যাবে। সেরে উঠে যা হয় করবেন।

তুমি ইজেকসান নিয়েছ।

আজ্ঞে না স্যার। ডি. এম টোয়েন্টিফোর পরগনাস বললেন, কুকুরটা যখন পাগল ছিল না তখন না নিলেও চলবে।

হি নোজ নাথিং। এই একে একটা ভ্যাকসিন ঠুকে দাও ত এখুনি।

পেছু হটে দরজার দিকে সরছি। একজন নার্স বললেন, পালাচ্ছে স্যার।

চেপে ধরো, চেপে ধরো।

নারী-বাহিনী চেপে ধরল।

মন্ত্রী বললেন, আমি মন্ত্রী বলছি, তোমাকে নিতে হবে।

তলপেটে প্যাঁক করে ছ সি সি সেরাম ফুঁড়ে দেওয়া হল। যেমন কর্ম তেমন ফল।

মন্ত্রী বললেন, এইবার কাজের কথা।

হ্যাঁ সার কাজের কথা?

লিখতে যখন পারনি, তখন বলতে ত পারবে?

কি স্যার?

ওই খাজারামকে নশ্যাৎ করে দু'চার কথা?

কোথায় স্যার?

তিন দিন পরে একটা আসনের জন্যে পার্লামেণ্টারি বাই ইলেকসান। আমার ক্যাণ্ডিডেট হেরে যাক, ডু ইউ ওয়ানট দ্যাট?

নো স্যার!

তাহলে আজই আমরা যাব।

ডাক্তারবাবুরা বললেন, আমরা এই অবস্থায় আপনাকে যেতে দোব না।

তোমাদের বাপ দেবে?

আমি মিউ মিউ করে বললুম, এখন আর কুকুরের ঘেউ নয় বেড়ালের মিউ, ইলেকসান পড়েছে যে, পলিটিক্‌সে জড়ালে আমার চাকরি চলে যাবে স্যার?

না জড়ালেও যাবে। আমি যাইয়ে দোব।

মরেছে, এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা!

ঘণ্টাখানেক পরে হাসপাতাল থেকে অভিনব একটি শোভা-যাত্রা বেরল। উদাস শহর কলকাতা সেভাবে তাকিয়ে দেখল না। দেখলে নজরে পড়ত, একটি সাদা অ্যামব্যাসাডার, পেছনে রাগী রাগী চেহারার এক মানুষ। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান পা সামনের দিকে ট্রলির মত প্রসারিত প্রান্ত ভাগে একটি বাটখারা ঝুলছে! ট্রাক থেকে বেরিয়ে থাকা লোহার 'বারে' যেমন হুঁসিয়ারী লাল চাকতি ঝোলে। চারপাশে বালিশ। তিনি সেট হয়ে বসে আছেন। পাশেই বিমর্ষ চেহারার একটি ছেলে। বুকের কাছে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত স্লিংয়ে ঝুলছে। মুখটা মাঝে মাঝে বিকৃত হচ্ছে। তলপেটে সিঙি মাছে কাঁটা মারছে?

পেছনে আর একটি গাড়িতে দু'জন হাড় বিশেষজ্ঞ, একজন সেবিকা, ওষুধপত্র।

মিছিল ক্রমশ রাজনীতির অন্ধকারে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে গেল। আর ফিরে এল না, পতাকা উড়িয়ে শ্লোগান দিতে দিতে! এখন কলকাতার উপকণ্ঠে কোনও এক বাজারে মধ্যবয়সী একটি ছোকরা গামছা বিক্রি করে। কেউ জানে না, তার দাম কি দু হাজার টাকা? এখন সে দিন আনে আর দিন খায়, কিছু সুখে আছে। কোনও বৃশ্চিক দংশন নেই। আগের চেয়ে একটু মোটাও হয়েছে।